

# এইচ এস সি বাংলা

## সাম্যবাদী কাজী নজরুল ইসলাম

প্রশ্ন ▶ ১ 'পশ্চাতে ফেলি গির্জা-প্যাগোডা মসজিদ-মন্দির

এতদিনে আমি মুক্তিপথের সন্ধানী মুসাফির।  
তোমারে খুঁজিয়া পথে পথে ফিরি, কোথা আছ তুমি খোদা  
প্রেমিক তোমার তোমা হতে আর কতদিন রবে জুদা?

/রা. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৭/

- ক. 'দেউল' কী? ১  
খ. কবি সাম্যের গান গাইবেন বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন কেন? ২  
গ. উদ্দীপকের 'তোমারে খোঁজা' এবং 'সাম্যবাদী' কবিতার 'তোমারে খোঁজা'র বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. "সাম্যবাদী" কবিতার বিপরীতধর্মী ভাব উদ্দীপকে বিদ্যমান — তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

### ১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'দেউল' হলো— দেবালয় বা মন্দির।

খ. একটি বিভেদহীন, সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজের প্রত্যাশায় কবি সাম্যের গান গাইবেন বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

পৃথিবীতে জাতি, ধর্ম ও বর্ণে বৈষম্য দেখা যায়। কবি মনে করেন, এসব ভিন্নতা মানুষের মাঝে সম্প্রীতির পরিবর্তে ভেদাভেদ তৈরি করে। এক্ষেত্রে সাম্যবাদ ছাড়া পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই একটি প্রীতিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ সমাজের প্রত্যাশায় সকল মানুষকে সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে কবি সাম্যের গান গাইবেন বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

গ. 'সাম্যবাদী' কবিতায় মানুষের অন্তরেই ঈশ্বরের অবস্থানের কথা বলা হয়েছে।

'সাম্যবাদী' কবিতায় মানবজাতির মাঝে সাম্য প্রত্যাশা করার পাশাপাশি সবকিছুর উর্ধ্বে মানবতাকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ কবিতায় মানুষের অন্তরের ঈশ্বরের দিকটিও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এছাড়া কবিতাটিতে মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টিকর্তার অবস্থানবলে মত প্রকাশ করেছেন কবি। এমন বস্তুব্য উদ্দীপকের কবিতাংশে নেই।

উদ্দীপকের কবিতাংশে সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে পাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে। সেখানে মুক্তিপথের সন্ধানী মুসাফির সৃষ্টিকর্তাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসেন। এজন্য তিনি সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য একান্তভাবে কামনা করেন। তাই তাঁকে খুঁজে পেতে মরিয়া হয়ে পথে-প্রান্তরে ঘুরছেন তিনি। অন্যদিকে, 'সাম্যবাদী' কবিতায়ও স্রষ্টার অনুসন্ধান করা হয়েছে। তবে ধর্মালয়ের পরিবর্তে মানুষের হৃদয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সেখানে। শুধু তাই নয়, মানুষের হৃদয়েই সকল ধর্ম ও তীর্থভূমির অবস্থান বলে সেখানে মত প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ আলোচ্য কবিতাটিতে যেখানে নিজ হৃদয়ে স্রষ্টার অনুসন্ধান করা হয়েছে সেখানে উদ্দীপকের কবিতাংশে তাঁকে খোঁজা হয়েছে পথে-প্রান্তরে। এখানেই 'সাম্যবাদী' কবিতার 'তোমারে খোঁজা'র সাথে উদ্দীপকের 'তোমারে খোঁজা'র বৈসাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।

ঘ. 'সাম্যবাদী' কবিতায় বাহ্যধর্মের পরিবর্তে হৃদয়ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি জাতি-ধর্মের উর্ধ্বে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরেছেন। আপন অস্তিত্বে বিশ্বাসী কবি মানবহৃদয়ের ঈশ্বরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। তাই তিনি হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো পুণ্যস্থান দেখতে পান না। উদ্দীপকের কবিতাংশে এ দিকটি উপেক্ষিত থেকে গেছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টিকর্তার অবস্থানের বিষয়টি বুঝতে না পেরে তাঁকে অন্যত্র খোঁজার বৃথা স্রষ্টার কথা প্রকাশ পেয়েছে। মানুষ অজ্ঞানতাবশত অন্তরধর্মের গুরুত্বকে বুঝতে প্রায়ই ব্যর্থ হয়। তাই তারা বাইরের জগতে স্রষ্টাকে খোঁজার চেষ্টা করে। আপন অন্তরে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুধাবনের ব্যর্থতার এ দিকটি 'সাম্যবাদী' কবিতার বিপরীত ভাবেই নির্দেশ করে।

'সাম্যবাদী' কবিতায় মানুষের হৃদয়ে স্রষ্টার অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। নিজ প্রাণের গহীনে সকল শাস্ত্র খুঁজে পাওয়ার সুস্পষ্ট বস্তুব্য এ কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। কবি মনে করেন, মানবহৃদয়েই সকল কালের জ্ঞান, ধর্ম এবং যুগাবতারের অবস্থান। তাই স্রষ্টাকে খোঁজার জন্য তীর্থস্থান ভ্রমণ জরুরী নয়। অন্যদিকে, উদ্দীপকের কবিতাংশের মুসাফির স্রষ্টার নৈকট্যলাভের আশায় পথে-প্রান্তরে সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে বেরিয়েছেন। বস্তুত, অন্তরধর্মকে বুঝতে পারেননি বলেই তিনি এমনটি করেছেন, যা 'সাম্যবাদী' কবিতায় বিদ্যমান কবির ভাবনার বিপরীত। সে বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২ মানুষ মানুষের জন্য/ জীবন জীবনের জন্য

একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না/ ও বন্ধু

মানুষ মানুষকে পণ্য করে

মানুষ মানুষকে জীবিকা করে

পুরোনো ইতিহাস ফিরে এলে

লজ্জা কি তুমি পাবে না?

/ক. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৪/

- ক. জেন্দাবেস্তা কী? ১  
খ. "যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-খ্রিস্টান"— বাক্যটির তাৎপর্য বর্ণনা করো। ২  
গ. উদ্দীপকে 'সাম্যবাদী' কবিতার কোন দিকটি তুলে ধরা হয়েছে? আলোচনা করো। ৩  
ঘ. "উদ্দীপকে 'সাম্যবাদী' কবিতার মূলসূর ধ্বনিত্ব হলেও 'সাম্যবাদী' কবিতা বৈচিত্র্যময় তথ্য উপমায় অধিকতর ব্যক্তনাসহ হয়েছে"— মন্তব্যটি তোমার মতামতসহ আলোচনা করো। ৪

### ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা ও তার ভাষা জেন্দাকে একসঙ্গে জেন্দাবেস্তা বলা হয়েছে।

খ. আলোচ্য পঙ্ক্তিতে সকল ধর্মের ভিন্নতার উর্ধ্বে সাম্যের জয়গান করা হয়েছে।

মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে পরিচিত হয়ে ওঠার চেয়ে সম্মানের আর কিছু হতে পারে না। অথচ ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীর দোহাই দিয়ে মানুষ মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়। তাই কবি এ সকল ব্যবধান ভুলে গিয়ে সাম্যের গান গেয়ে মানুষকে একসূত্রে গাঁথতে চান। কেননা সকল ধর্মের চেয়ে বড় হলো মানবধর্ম। আর মানবতার বিচারে জাতি-ধর্মের উর্ধ্বে সকল মানুষ সমান। প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে এ কথাই তাৎপর্যপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে।

গ. সাম্যের গান গেয়ে গোটা মানবসমাজকে একসূত্রে বাঁধার যে প্রত্যাশা 'সাম্যবাদী' কবিতার কবির, সে দিকটিই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

'সাম্যবাদী' কবিতার কবি বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁর মতে, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ কখনোই কাম্য নয়। তাই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টিকারী দিকগুলোকে পরিহার করা জরুরি।



উদ্দীপকে মানুষের প্রতি মানুষকে সহানুভূতিশীল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। স্বার্থের জন্য একে অন্যকে ব্যবহার করার দিকটিকে নিন্দা করা হয়েছে। মানুষ যদি মানুষের প্রতি নির্দয় আচরণ করে তবে তা মানবজাতির জন্য লজ্জার। আলোচ্য 'সাম্যবাদী' কবিতায়ও মানুষের প্রতি মানুষের সহমর্মিতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীর দোহাই দিয়ে যারা মানুষকে শোষণ করে, একের বিরুদ্ধে অন্যকে উসকে দেয় তাদের নিন্দা করা হয়েছে সেখানে। সকল ভেদাভেদের উর্ধ্বে মানুষ পরিচয়কে স্থান দিয়ে একে অন্যের সুহৃদ হওয়ার কামনা ব্যক্ত হয়েছে। মূলত ভেদাভেদ সৃষ্টিকারী কল্যাণকর দিকগুলো বর্জন করে মানবীয় সমাজ গড়ার যে প্রত্যাশা 'সাম্যবাদী' কবিতায় বিদ্যমান, সেটিই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

ঘ 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি বৈচিত্র্যময় তথ্য ও উপমায় মানব হৃদয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ভুলে ধরে সকল মানুষের সমমর্যাদা ও সম্প্রীতির প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। সমতায় বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমেই এমন সমাজ গঠিত হওয়া সম্ভব। কবিতাটিতে নানা বৈচিত্র্যময় তথ্য ও উপমার মধ্য দিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন কবি।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মানুষ মানুষের জন্য। তাই একে অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া জরুরি। স্বার্থান্ধ হয়ে সুবিধাবাদী আচরণ করা মানবজাতির জন্য লজ্জার। আর তাই মানুষে মানুষে মেলবন্ধনের দিকটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে 'সাম্যবাদী' কবিতায়। সাম্যের সুরই এ মেলবন্ধনের প্রধান উপায়।

উদ্দীপকে 'সাম্যবাদী' কবিতার মূলসুরই ধ্বনিত হয়েছে। মানুষকে আরও মানবিক হয়ে ওঠার আহ্বান জানানো হয়েছে এখানে। তবে 'সাম্যবাদী' কবিতায় যে রকম বৈচিত্র্যময় তথ্য-উপমার প্রকাশ ঘটেছে তা উদ্দীপকের ক্ষেত্রে ঘটেনি। কবি সাম্যের গান গাইতে গিয়ে একে একে চিহ্নিত করেছেন সাম্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী প্রতিবন্ধকতাগুলোকে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিই সাম্য প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায়। আর তাই অন্তর-ধর্মের ওপর জোর দিয়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে প্রতিহত করতে হবে। কেননা মানুষের হৃদয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো তীর্থ নেই, 'মানুষ' পরিচয়ের উর্ধ্বে আর কোনো পরিচয় নেই। সর্বোপরি, মানুষে মানুষে মেলবন্ধন সৃষ্টি করাই কবির একমাত্র প্রত্যাশা যা উদ্দীপকেরও মূলসুর। কিন্তু প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে আলোচ্য কবিতাটিতে যত তথ্য-উপমা ব্যবহৃত হয়েছে তা উদ্দীপকের ক্ষেত্রে হয়নি। সে নিরীখে আলোচ্য মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন-৩ বৈশাখী উৎসব আমাদের প্রাণের উৎসব। সব পেশা, শ্রেণি ও ধর্মের মানুষ এ উৎসব পালন করে। ঐদিন আপামর বাঙালি তাদের ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও ভেদাভেদ ভুলে একই মাঠে নেচে গেয়ে নতুন বছরকে বরণ করে। বৈশাখী মেলা, পাল্লা-ইলিশ, একতারা, নাগরদোলা, পুতুল নাচ ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পুরো জাতি তাদের হাজার বছরের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে স্মরণ করে। এ দিনে বাঙালি জাতি সাম্প্রদায়িক চেতনা ভুলে একাকার হয়ে যায়।

- ক. চার্বাক কে? ১
- খ. 'তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান'—চরণটিতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন? ২
- গ. উদ্দীপকের বৈশাখী উৎসবের সাথে 'সাম্যবাদী' কবিতার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করো। ৩
- ঘ. 'এ দিনে বাঙালি জাতি সাম্প্রদায়িক চেতনা ভুলে একাকার হয়ে যায়'— উক্তিটির আলোকে 'সাম্যবাদী' কবিতার মূলভাব আলোচনা করো। ৪

### ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. চার্বাক হলেন— একজন বস্তুবাদী দার্শনিক ও মুনি।

খ. প্রশ্নোক্ত চরণটির মধ্য দিয়ে কবি মানুষের সর্বোত্তম গুণ হিসেবে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন।

মানবহৃদয় অসীম জ্ঞানের ভান্ডার। কবি মনে করেন, পৃথিবীতে যত ধর্ম, মত, আচার, অনুষ্ঠান রয়েছে সবকিছুরই উৎস মানবহৃদয়। ধর্মগ্রন্থ ও কেতাবের সারকথা তাই মানুষের অন্তরেই উপলব্ধ হয়। প্রশ্নোক্ত চরণটি দ্বারা একথাই বোঝানো হয়েছে।

গ. বৈশাখী উৎসবের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত অসাম্প্রদায়িক চেতনার সঙ্গে 'সাম্যবাদী' কবিতার সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।

'সাম্যবাদী' কবিতায় সাম্যবাদ ও মানবিকতার মূলসুর প্রতিফলিত হয়েছে। এ কবিতায় কবি উদারনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক ধর্মবোধের পরিচয় দিয়েছেন। সেখানে মানুষের হৃদয়কেই তিনি মহার্ঘ্যরূপে চিত্রিত করেছেন। তাঁর মতে, মানুষের হৃদয়েই সকল ধর্ম, যুগাবতার ও তীর্থের অবস্থান। তাঁর এই মত প্রচলিত ধর্মচিত্তার অনুগামী নয়। ধর্মগ্রন্থ পাঠ থেকেই কেবল ঈশ্বরকে জানা যায়, এমন মত এখানে গুরুত্ব পায়নি বরং অন্তর দিয়েই যে প্রকৃত ধর্মকে উপলব্ধি করা যায় কবি এখানে সে কথাই বর্ণনা করেছেন।

উদ্দীপকে বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ তথা বৈশাখী অনুষ্ঠানের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ দিনে বাঙালিরা জাতি-ধর্ম-শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে একসঙ্গে আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠে। বৈশাখী উৎসবে সবার মাঝে থাকে প্রাণোচ্ছলতা, সবাই নিজেকে একই চেতনায় উজ্জীবিত করে তোলে। এভাবে সকলে একাত্ম হয়ে আনন্দ আয়োজনের মাধ্যমে বৈশাখের প্রথম দিনকে বরণ করে নেয়। উদ্দীপকে বর্ণিত এসব ঘটনার মাধ্যমে বাঙালি জাতির অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ও ঐক্যচেতনা প্রকাশিত হয়েছে, যা 'সাম্যবাদী' কবিতার অন্যতম দিক। এ দিক থেকে 'সাম্যবাদী' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. 'সাম্যবাদী' কবিতায় একটি বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে।

'সাম্যবাদী' কবিতার কবির কাছে হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নেই। তিনি মনে করেন, জীবনে শান্তি পেতে হলে প্রয়োজন মানুষে মানুষে ভালোবাসা। কেননা, বৈষম্য আর সাম্প্রদায়িকতার কাছে আত্মসমর্পণ করলে মানুষে মানুষে দেখা দেয় বিদ্বেষ ও ঘৃণা। এই বিদ্বেষ ও ঘৃণা মানুষের জীবনকে বিষিয়ে তোলে। এজন্য কবি চেয়েছেন, ধর্ম-বর্ণ গোষ্ঠীর দোহাই দিয়ে মানুষ যেন মানুষকে দূরে ঠেলে না দেয়।

উদ্দীপকে বৈশাখী মেলা উদযাপনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। এই দিন সকল শ্রেণি, পেশা ও ধর্মের মানুষ সমবেতভাবে বৈশাখী উৎসব পালন করে। ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবন্ধ হয়ে বাঙালিরা নতুন বছরকে বরণ করে নেয়। শুধু তাই নয়, হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে স্মরণ করে এ দিন তারা দেশাত্মবোধের চেতনায় একাকার হয়ে যায়। এভাবে বৈশাখী উৎসব উদযাপনকে কেন্দ্র করে আপামর বাঙালির মাঝে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির ভাব জেগে ওঠে।

'সাম্যবাদী' কবিতায় শ্রেণি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের জয়গান গাওয়া হয়েছে। এ কবিতায় কবি ধর্মগ্রন্থের চেয়ে মানুষের অন্তরধর্মকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে ধর্মের চেয়ে মানুষের মর্যাদা অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এর মাধ্যমে কবির অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় ফুটে উঠেছে। একইভাবে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও ঐক্যবোধ উদ্দীপকটিরও মূল বিষয়। সেখানে বর্ণিত বৈশাখী উৎসবে আপামর বাঙালির অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এ বিষয়টির পরিচয়ই আমরা পাই। সেদিক বিবেচনায় প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথাযথ অর্থবহ।



**প্রশ্ন ৮** জেলা শহরের সরকারি হাসপাতালে দক্ষ চিকিৎসক ডাক্তার হুমায়ুন। ধনী-গরিব নির্বিশেষে রোগীদের তিনি পরম যত্নে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। একদিন যমুনা নামে এক অসহায় বৃদ্ধা টাকার অভাবে হাসপাতালের টিকেট না কেটে ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে পড়লে ডাক্তারের সহকারী দুর্ব্যবহার করে তাকে হাসপাতাল থেকে বের করে দিতে চায়। ডাক্তার হুমায়ুন যমুনাকে ডেকে তার কথা শোনেন এবং বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পরে সহকারীকে ডেকে বলেছেন, “অসহায় মানুষের সেবা করা মানবতার কাজ। সকল মানুষ আমার কাছে সমান।”

(সি. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৬)

- ক. কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? ১
- খ. ‘মানবের মহা-বেদনার ডাক’ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকের ডাক্তারের সহকারীর ‘দুর্ব্যবহার’-এর সঙ্গে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার ‘দোকানে কেন এ দরকষাকষি’ চরণের ভাবগত সাদৃশ্য দেখাও। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকের চিকিৎসক এবং ‘সাম্যবাদী’ কবিতার কবি উভয়েই মানবতাবাদের মূর্ত প্রতীক”— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন।  
**খ** শাক্যমুনি মানুষের দুঃখ-কষ্ট-বেদনা উপলব্ধি করে তা লাঘবের জন্য যে তাড়না অনুভব করেছিলেন, তাকেই ‘মানবের মহা-বেদনার ডাক’ বলা হয়েছে।

একমাত্র হৃদয়বান মানুষেরাই জগতের অসহায় মানুষের কষ্ট হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করতে পারেন। শাক্যমুনি তথা গৌতমবুদ্ধ একজন রাজপুত্র ছিলেন। তবু সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট-বেদনা তাঁকে আহত করে। আর তা নিরসনকল্পে সিংহাসনের মোহ ত্যাগ করে সাধনায় ব্রতী হন তিনি। এভাবে আত্ম-মানবতার কষ্ট লাঘবের যে তাড়া তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন, তাকেই ‘মানবের মহা-বেদনার ডাক’ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

**গ** ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবি মানবিকতাকে উপেক্ষা করে প্রচলিত ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার সমালোচনা করেছেন।

পৃথিবীর সকল মানুষ সমান মর্যাদা পাওয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু বিবেকহীন মানুষেরা সুযোগ পেলেই ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে সমাজের অসহায় মানুষের অধিকার খর্ব করতে তৎপর হয়। ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় ধর্ম ও শাস্ত্রচর্চার নামে মানুষের হৃদয়ধর্মকে উপেক্ষা করার সমালোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য উদ্দীপকে ডাক্তারের সহকারীর দুর্ব্যবহারেও একইরকম দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে।

উদ্দীপকের ডাক্তারের সহকারী কুপমন্ডুক মানসিকতার অধিকারী বলেই অসহায় বৃদ্ধা যমুনার প্রতি দুর্ব্যবহার করে। ‘সাম্যবাদী’ কবিতার বর্ণনায়ও দেখা যায়, পৃথিবীতে স্বার্থান্ধ কিছু মানুষ ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে সমাজের প্রান্তিক শ্রেণিকে অবহেলা করছে। আর তাঁদের সৃষ্ট ভেদ-বৈষম্যের ফাঁতাকলে নিম্নশ্রেণির মানুষ প্রতিনিয়ত পিষ্ট হচ্ছে। এভাবে দোকানে দরকষাকষির মতোই মানুষে মানুষে বিভেদের পাহাড় গড়ে, স্রষ্টার খোঁজে ধর্মগ্রন্থ ও তীর্থস্থান চষে বেড়াচ্ছে তারা। বস্তুতঃ মানবিক হতে পারে না বলেই তারা ধর্মের প্রকৃত সত্যকে জানতে পারে না। তাই তারা পথের পাশের বেদনাকষ্ট মানুষের অধিকার হরণ করে মনুষ্যত্বকে অপমান করছে, যেমনটি আলোচ্য উদ্দীপকের ডাক্তারের সহকারীর দুর্ব্যবহারে পরিলক্ষিত হয়। এদিক থেকে উদ্দীপকের ডাক্তারের সহকারীর ‘দুর্ব্যবহার’-এর সঙ্গে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার ‘দোকানে কেন এ দরকষাকষি’ চরণের সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।

**ঘ** ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবি সকল মানুষের মাঝে সাম্য প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে মূলত মানবতার জয়গান গেয়েছেন।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষকে অবজ্ঞা করা মানবতাকে অপমান করারই শামিল। তবুও অনেকে ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে সমাজে বৈষম্যের পাহাড় গড়ে তুলেছে। তাই সমাজে বিদ্যমান এই বিভেদ ও অন্যাচার নিরসনের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই শান্তিকামী সকল মানুষের প্রত্যাশা।

উদ্দীপকে ডাক্তারের ঔদার্যের পাশাপাশি তাঁর সহকারী কর্তৃক সমাজের একজন অসহায় রোগীকে লাঞ্ছনার কথাও বর্ণিত হয়েছে। সেখানে সহৃদয় ডাক্তার ছিন্নমূল যমুনাকে পরম মমতায় কাছে টেনে নিয়ে চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, অসহায় মানুষের সেবা করা মানবতার কাজ। সহায়-সম্মলহীন যমুনার প্রতি তাঁর এই হৃদয়তাপূর্ণ আচরণ ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় প্রকাশিত কবির মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে ধারণ করে।

‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবি সাম্যের গান গেয়েছেন বলিষ্ঠ কণ্ঠে। তিনি মানুষের মাঝে বিদ্যমান সকল সামাজিক বৈষম্য ও অন্যাচার নিরসনের জন্য বিভেদমুক্ত ও অসাম্প্রদায়িক এক সমাজ গড়ার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে পৃথিবীর সকল মানুষই সমান মর্যাদাবান। এছাড়া, ধর্ম-বর্ণ বা গোষ্ঠীর উর্ধ্বে মানবতাকে স্থান দিয়েছেন তিনি। আর তাই তিনি সকল মানুষকে সমতার দৃষ্টিতে দেখেন। ‘সাম্যবাদী’ কবিতার কবির মতো প্রগাঢ় মানবিকতাবোধ দ্বারা চালিত হয়েছেন বলেই মানবসেবাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। সে বিবেচনায় প্রশ্নোত্তর মন্তব্যটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ৫** ছোটদের বড়দের সকলের, গরীবের নিঃশ্বের ফকিরের আমার এদেশ সব মানুষের, সব মানুষের।।

নেই ভেদাভেদ হেথা চাষা আর চামারে,

নেই ভেদাভেদ হেথা কুলি আর কামারে।।

হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, দেশমাতা এক সকলের।

(সি. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৫)

- ক. ‘দেউল’ অর্থ কী? ১
- খ. ‘এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই’— বুঝিয়ে লেখো। ২
- গ. উদ্দীপকটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার কোন দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. “উদ্দীপকটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় রয়েছে বৈচিত্র্যময় উদাহরণ ও বস্তুর বিশাল বিস্তৃতি”— যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

#### ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** ‘দেউল’ অর্থ— দেবালয়।

**খ** প্রশ্নোত্তর চরণটির মাধ্যমে কবি মানুষের অন্তরধর্মের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

ধর্মগ্রন্থ পড়ে মানুষ যে জ্ঞান আহরণ করে, তাকে যথোপযুক্তভাবে উপলব্ধি করতে হলে প্রয়োজন প্রগাঢ় মানবিকতাবোধ। এ বোধ না থাকলে মানুষ সাম্প্রদায়িকতার চোরাবালিতে ডুবে যাবে। মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে যে, অন্য সবকিছুর চেয়ে মানুষ পরিচয়ই বড়। মানুষ যদি তার হৃদয়ে সত্য ও মানবিকতাকে ধারণ করে তবে তা হবে মন্দির-মসজিদের মতোই পবিত্র।

**গ** উদ্দীপকটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় প্রকাশিত সাম্যচেতনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবি সাম্যের জয়গান গেয়েছেন। সাম্যের গান গেয়েই গোটা মানবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে চান তিনি। কেননা, সমাজে মানবতার সুবাস ছড়াতে হলে মানুষের মনে সাম্যের বীজ বপন করতে হবে। উদ্দীপকের কবিতাংশেও কবির এই ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে।



উদ্দীপকের কবিতাংশে সব সম্প্রদায় ও শ্রেণির মানুষের সমঅধিকারের কথা ঘোষিত হয়েছে। এখানে ভেদাভেদ নেই ধনী-গরিব, ছোট-বড় কারো মাঝে। সকল ধর্মের মানুষ এদেশে মিলেমিশে বাস করে। অন্যদিকে, 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি এক বিভেদহীন ও অসাম্প্রদায়িক মানব সমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। কবি চেয়েছেন, মানুষ যেন মানবিক পরিচয়ের নিরিখেই একে অন্যের সুহৃদ হয়। পারস্পরিক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী বা শ্রেণির পরিচয় যেন বড় হয়ে না ওঠে। উদ্দীপকের কবিতাংশের এই বক্তব্য মূলত 'সাম্যবাদী' কবিতার কবির প্রত্যাশারই প্রতিফলন। এভাবে সাম্যের প্রতি সমর্থনই 'সাম্যবাদী' কবিতার সাথে উদ্দীপকটিকে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তুলেছে।

ঘ 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি প্রথাগত ধর্মের বিপরীতে হৃদয়ধর্মকে প্রাধান্য দিয়ে সকল মানুষের সমঅধিকার প্রত্যাশা করেছেন। 'সাম্যবাদী' কবিতায় অন্তরধর্ম অর্থাৎ মানবতার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন কবি। তাঁর মতে, জাতি-ধর্মের উর্ধ্বে মানব হৃদয় শ্রেষ্ঠ। একইভাবে উদ্দীপকের কবিতাংশেও মানবতার নিরিখেই এদেশের সব মানুষের সমঅধিকারের কথা ঘোষিত হয়েছে। সেখানে ধর্মীয় বৈষম্যদূর করে ভেদাভেদহীন এক মানবসমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকল মানুষের মিলন প্রত্যাশী। এজন্য তিনি পারস্পরিক মিলনের পথে যে বাধা-বিপত্তি রয়েছে তা দূর করতে দেশের পরিচয়কে সর্বাত্মক তুলে ধরেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, আমাদের দেশে ধর্ম-বর্ণ, ধনী-গরিব সকল শ্রেণির মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। এখানে কোনো ভেদাভেদ নেই। এমন বক্তব্যের মধ্য দিয়ে উদ্দীপকটিতে সকল ভেদ-বৈষম্যের বিপরীতে মানবিকবোধই প্রাধান্য পেয়েছে।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি এক অসাম্প্রদায়িক ও উদার মানবসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন, যেখানে সবাই নিজেকে মানুষ হিসেবেই গর্বের সঙ্গে পরিচিত করবে। কবির বিশ্বাস, মানুষের হৃদয়ের চেয়ে পবিত্র আর কিছু হতে পারে না। মানুষের হৃদয়েই বিশ্ব-দেউল অধিষ্ঠিত, সকল ধর্মের সারকথাও মানুষের অন্তরেই উপলব্ধ হয়। অর্থাৎ পাঠ্য কবিতায় যেমন মানবিকতার নিরিখে একটি বিভেদহীন সমাজের প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি উদ্দীপকের কবিতাংশটিতেও বৈষম্যহীন সমাজের কথা বলা হয়েছে। তবে 'সাম্যবাদী' কবিতায় এসব দিক ছাড়াও মানব হৃদয়ের ঐশ্বর্য, ধর্ম ও সামাজিক ভেদাভেদের অসাড়তাকে নানা উদাহরণ ও উপমার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন কবি। উদ্দীপকের কবিতাংশের ক্ষুদ্র পরিসরে তা উল্লিখিত হয়নি। সে বিবেচনায় প্রণোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ অর্থবহ।

প্রশ্ন ৬ বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?

জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

(ব. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৬)

- ক. কে মহাবেদনার ডাক শুনতেন? ১
- খ. 'তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকল দেবতার'— এ কথা বলা হয়েছে কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের মূলবক্তব্যের সাথে 'সাম্যবাদী' কবিতার মূলবক্তব্য কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ? আলোচনা করো। ৩
- ঘ. 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবির মনের কথাই যেন আলোচ্য উদ্দীপকের সারকথা— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. শ্যামুনি মহাবেদনার ডাক শুনতেন।

ব. 'সাম্যবাদী' কবিতায় মানুষের হৃদয়ের পবিত্রতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কবির মতে, মানুষের হৃদয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো তীর্থ নেই। মানুষের মধ্যেই দেবতার বসবাস। কিন্তু কলুষিত মনের মহৎ আয়োজন অর্থহীন। মন পবিত্র না হলে যেকোনো ধর্মগ্রন্থ পাঠ করাই বৃথা। প্রণোক্ত উক্তিটিতে মানবহৃদয়ের পবিত্রতা দ্বারাই যে দেবতার সান্নিধ্য লাভ করা যায় সে দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

গ. উদ্দীপকের মূলবক্তব্যের সাথে 'সাম্যবাদী' কবিতার মূলবক্তব্য পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি মানব জাতির মাঝে সাম্য প্রত্যাশা করেছেন। এর পাশাপাশি মানুষের হৃদয়কে তিনি সকল ধর্ম বা শাস্ত্রের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। অন্যদিকে, উদ্দীপকটিতে জীবের মাঝেই ঈশ্বরের অবস্থান বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে, যা উল্লেখিত কবিতার ভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে জীবের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেননা, মানুষের হৃদয়েই সকল ধর্ম ও তীর্থভূমির অবস্থান। সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টা নিজেকে প্রকাশ করেন। তাই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে চাইলে তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসতে হবে। এ উপলব্ধি থেকেই 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি সকল মানুষকে সমতার দৃষ্টিতে দেখেছেন। এছাড়াও তিনি মনে করেন, মানুষ নিজ হৃদয়েই সকল শাস্ত্র, উপাসনালয় ও দেবতা-ঠাকুরকে খুঁজে পাবে। তাই স্রষ্টার নৈকট্য লাভের জন্য গয়া-কাশী-বৃন্দাবন-জেরুজালেম ভ্রমণের কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, মানুষের অন্তরেই স্রষ্টার বাস। একইভাবে উদ্দীপকের কবিতাংশেও জীবের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের সেবা করার কথা বলা হয়েছে, যা পাঠ্য কবিতার কবির বক্তব্যের সমান্তরাল। সে বিবেচনায় উদ্দীপকের বক্তব্য 'সাম্যবাদী' কবিতার মূলবক্তব্যেরই প্রতিফলন।

ঘ. 'সাম্যবাদী' কবিতায় মানুষের হৃদয়েই উপাসনালয়, ধর্মশাস্ত্র ও দেবতার অবস্থান কল্পনা করা হয়েছে।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি সকল মানুষকে দেখেছেন সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্যকে উপলব্ধির মধ্য দিয়ে কবি সকল মানুষের সমমর্যাদা কামনা করেছেন। উদ্দীপকের কবিতাংশেও কবির এ প্রত্যাশার দিকটি প্রতিকলিত হয়েছে।

উদ্দীপকের বক্তব্য অনুযায়ী, বিশ্ববিধাতা সকল জীবকে পরম মমতায় সৃষ্টি করেছেন। তাই সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভের একমাত্র পথ হলো তাঁর সৃষ্টি জীবের প্রতি সদয় হওয়া। স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের জন্য প্রত্যেকের উচিত মানুষকে ভালোবাসা। এজন্য ধর্ম-বর্ণ বিবেচনায় মানুষে মানুষে পার্থক্য করা উচিত নয়। উদ্দীপকের কবিতাংশের এই মূলভাব 'সাম্যবাদী' কবিতারও সারকথা।

'সাম্যবাদী' কবিতার কবি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মূলমন্ত্র এক ও অভিন্ন বলে অন্তরে ঠাই দিয়েছেন। তাঁর মতে, মানবতাই মানুষের প্রকৃত ধর্ম। মানুষ মিছেমিছি বাহ্যধর্ম, উপাসনালয়, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে গৌরব করে। কেননা, সকল ধর্মের মহাপুরুষেরাই মানুষের কল্যাণের কথা বলেছেন, সাম্য ও সম্প্রীতির বাণী প্রচার করেছেন। এভাবে পাঠ্য কবিতাটিতে মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন ও সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টাকে খোঁজার যে চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় তা উদ্দীপকটিরও সারকথা। সেখানেও জীবসেবার মাধ্যমেই স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের কথা বলা হয়েছে। এ বিবেচনায় প্রণোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৭ মানুষ ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানদের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যেখানে প্রাপের মিল, আদত সত্যের মিল, সেখানে ধর্মের বৈষম্য কোনো হিংসার দূশমণীয় ভাব আনে না। যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না।

(স. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৭)



- ক. শাক্যমুনি কে? ১
- খ. 'এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির কাবা নাই।'—  
পঙ্ক্তিটি বুঝিয়ে লেখো। ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে 'সাম্যবাদী' কবিতার সাদৃশ্য আলোচনা  
করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকে মানবতার একটি দিক প্রতিফলিত হলেও 'সাম্যবাদী'  
কবিতায় রয়েছে সামগ্রিক মানবতা।"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ  
করো। ৪

#### ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

- ক. 'শাক্যমুনি' হলেন শাক বংশে জন্ম নেওয়া বুদ্ধদেব।
- খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।
- গ. ধর্মীয় বিভেদহীন সাম্যের পৃথিবী প্রত্যাশার পরিপ্রেক্ষিতে 'সাম্যবাদী'  
কবিতা ও উদ্দীপকের সাদৃশ্য রয়েছে।

'সাম্যবাদী' কবিতায় বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ গঠনের প্রত্যাশা  
ব্যক্ত হয়েছে। কবি জোর দিয়েছেন মানুষের অন্তর-ধর্মের ওপর। কবির  
মতে, মানুষের হৃদয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো তীর্থ নেই। মানুষের হৃদয়েই প্রকৃত  
ধর্মের অধিষ্ঠান। কবি বিশ্বাস করেন মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে পরিচিত  
হয়ে ওঠার চেয়ে সম্মানের কিছু নেই। এমন উদার মানবিকতা ও  
অসাম্প্রদায়িক মতাদর্শ দেখি আলোচ্য উদ্দীপকেও।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মানুষ ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমান  
মিলনের প্রত্যাশার মাধ্যমে উদ্দীপকে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও মানবিকতার জয়গান  
গাওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, সত্যের  
মিল, সেখানে ধর্মের বৈষম্য বড় হয়ে দাঁড়ায় না। নিজ ধর্মকে ভালোভাবে  
জানলে অন্যের ধর্মকে ঘৃণা করা যায় না। এসব কথায় ধ্বনিত হয় ধর্মীয়  
বিভেদহীন অসাম্প্রদায়িকতার মতাদর্শ। এমন পৃথিবী প্রত্যাশার  
পরিপ্রেক্ষিতে, 'সাম্যবাদী' কবিতা ও উদ্দীপকের সাদৃশ্য বর্তমান।

উদ্দীপকে মানবতার একটি মাত্র দিক ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বিষয়টি  
প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে 'সাম্যবাদী' কবিতায় আছে মানবতার সামগ্রিক  
ধারণা।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি অন্তর ধর্মে মানবতার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।  
তার মতে, জাতি-ধর্মের উর্ধ্বে মানব হৃদয় শ্রেষ্ঠ। আলোচ্য উদ্দীপকেও  
তেমনি মানবতার জয়গান করা হয়েছে। ধর্মীয় বৈষম্যের উর্ধ্বে এক  
ভেদাভেদহীন মানবসমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে সেখানে।

উদ্দীপকে মানব-ধর্মকে বলা হয়েছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। উদ্দীপকের  
লেখক মূলত হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রত্যাশী। তিনি হিন্দু-মুসলমানের  
মিলনের পথে যে বাধাগুলো আছে তা দূর করার জন্যে প্রাণের মিল,  
সত্যের মিল সবার মাঝে প্রত্যাশা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, যদি  
হিন্দু-মুসলমান উভয়েই নিজের ধর্মকে চিনতে পারে তবে অন্যের ধর্মকে  
ঘৃণা করতে পারবে না। অর্থাৎ মানবিকতার ধর্মীয় দিকটি উদ্দীপকে  
প্রধানভাবে স্থান পেয়েছে।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি যেন স্মরণ করতে চান মানুষেরই মাঝে স্বর্ণ-নরক  
বিরাজমান। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, মানুষ শাস্ত ও মহীয়ান। আর  
এটি মানবিকতার সামগ্রিক বিষয়। কবির প্রত্যাশা বৈষম্যহীন-অসাম্প্রদায়িক  
মানবসমাজ প্রতিষ্ঠা, যেখানে মানুষ নিজেকে মানুষ হিসেবেই গর্বের সঙ্গে  
পরিচিত করবে। কবির বিশ্বাস, মানুষের হৃদয়ের চেয়ে পবিত্র মন্দির-কাবা  
নেই। মানুষের হৃদয়েই বিশ্ব-দেউল অধিষ্ঠিত, সকল ধর্মের সারকথাও  
মানুষের অন্তরে উপলব্ধ হয়। অর্থাৎ কবিতায় যেমন মানবিকতার একটি  
সামগ্রিক সত্য উন্মোচনের প্রয়াস আছে, তেমনি উদ্দীপকে মুখ্যত ধর্মীয়  
মিলনের কথা বলা হয়েছে। সেদিক বিবেচনায় প্রশ্নে উল্লিখিত মন্তব্যটি  
যথার্থ।

প্রশ্ন ৮। ইশান একজন এম. এ পাস যুবক। প্রচলিত ধ্যান-ধারণার সাথে  
কখনোই সে একমত হতে পারে না। তাই তার বন্ধুরা যখন আচারসর্বস্ব  
ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা পালন করে তখন সে মানবসেবায় নিজেকে নিয়োজিত  
রাখে। সে নিজের অন্তর-ধর্ম থেকে অনুভব করেছে সৃষ্টিকর্তা সর্বত্র  
বিরাজমান। আকাশে খুঁজে তাকে পাওয়া যায় না। মানুষের মাঝে তাকে  
খুঁজতে হবে।

(সি. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৫।)

- ক. 'মৃত্যুক্ষুধা' কাজী নজরুল ইসলামের কোন ধরনের গ্রন্থ? ১
- খ. পথে তাজা ফুল ফোটে কেন? ২
- গ. ইশানের সাথে 'সাম্যবাদী' কবিতার কোথায় মিল পাওয়া যায়।  
ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকের 'ইশানের' তুলনায় 'সাম্যবাদী' কবিতার কবির  
চেতনা আরও বেশি গভীরে নিহিত।" আলোচনা করো। ৪

#### ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'মৃত্যুক্ষুধা' কাজী নজরুল ইসলাম রচিত একটি উপন্যাস।

খ. প্রকৃতির সহজাত নিয়মেই পথে তাজা ফুল ফোটে।

প্রকৃতি তার অফুরন্ত দানে পূর্ণ করেছে ধরা। অন্যসব প্রাকৃতিক ঘটনার  
মতোই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে পথপার্শ্বে গাছ জন্মায়, ফুল ফোটে।  
এজন্যে দোকানে দরকষাকষির কোনো প্রয়োজন নেই।

গ. উদারনৈতিক ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতা এবং মানুষের অন্তর-  
ধর্মকে প্রাধান্য দানের দিক থেকে ইশানের সঙ্গে 'সাম্যবাদী' কবিতার  
মিল রয়েছে।

'সাম্যবাদী' কবিতার মূলসূর মানবিকতা। কবি এই কবিতায় উদারনৈতিক,  
অসাম্প্রদায়িক ধর্মবোধের পরিচয় দিয়েছেন। মানুষের হৃদয়কেই তিনি  
সবচেয়ে মহার্ঘ্যরূপে চিত্রিত করেছেন। তার মতে, মানুষের হৃদয়েই সকল  
ধর্ম, সকল যুগাবতার, সকল তীর্থের অবস্থান। তার এই মত প্রচলিত  
ধর্মচিন্তার অনুগামী নয়। ধর্মগ্রন্থ পাঠ থেকেই কেবল ঈশ্বরকে জানা যায়,  
এমন মত এখানে গুরুত্ব পায়নি। বরং অন্তর দিয়েই যে প্রকৃত ধর্ম উপলব্ধি  
করা যায় তা কবি এখানে বর্ণনা করেছেন।

উদ্দীপকের ইশানের মতও কবির মতকে সমর্থন করে। প্রচলিত ধর্মমত  
থেকে ইশানের ধর্মমত ভিন্ন। সে আচারসর্বস্ব ধর্মে বিশ্বাসী নয়।  
মানবিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে সে মানব সেবায় নিয়োজিত। কবির মতো সেও  
অন্তর-ধর্মকে গুরুত্ব দেয়। বন্ধুরা যখন আচারসর্বস্ব ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা  
পালন করে ইশান তখন মানবসেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে। তাই তার  
বিশ্বাস, মানুষের অন্তরে ঈশ্বরকে খুঁজতে হবে। এসব দিক থেকে ইশানের  
সঙ্গে 'সাম্যবাদী' কবিতার মিল লক্ষণীয়।

ঘ. 'সাম্যবাদী' কবিতা ও উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নে উল্লিখিত মন্তব্যটিকে  
যথার্থ বলা যায়।

'সাম্যবাদী' কবিতায় ন্যায় ধর্মবোধের পরিচয় মেলে। কিন্তু কবি এখানে  
অসংখ্য ধর্মমতের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, মানবধর্মই হলো আসল  
কথা।

উদ্দীপকে ইশান নামক এক শিক্ষিত যুবকের ধর্মবোধের কথা তুলে ধরা  
হয়েছে। ইশান আচারসর্বস্ব ধর্মবোধে বিশ্বাসী নয়। মানবিকতা তার কাছে  
মুখ্য হওয়ায় সে মানবসেবায় নিয়োজিত। তার বিশ্বাস, ঈশ্বরকে আকাশে  
খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাকে পাওয়া যাবে মানুষের অন্তরের মাঝে।  
'সাম্যবাদী' কবিতায় অনেকটা একই কথা বলা হলেও তা বলা হয়েছে আরো  
গভীরতর দার্শনিকতায়। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ এবং বিভিন্ন তীর্থস্থানের উল্লেখ  
করে কবি বলেছেন— 'এ হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই।'।  
কবির এ বক্তব্য ধর্ম সম্পর্কে কোনো সাধারণ ধারণা নয় বরং এতে রয়েছে  
গভীরতর দার্শনিক প্রজ্ঞা। এছাড়াও তিনি বলেছেন, কেবল ধর্মগ্রন্থ পাঠে  
প্রকৃত ধর্মের উপলব্ধি সম্ভব নয়। ঈসা, মুসা, কৃষ্ণ, বুদ্ধদেব প্রমুখ মহামানব  
কীভাবে অন্তর দিয়ে ধর্ম উপলব্ধি করেছিলেন এখানে তারও বর্ণনা রয়েছে।  
কবির এই ভাবনা নিঃসন্দেহে ইশানের ধারণা থেকে গভীরতর।



'সাম্যবাদী' কবিতার কবি যেমন মানবধর্মে বিশ্বাসী তেমনি উদ্দীপকের ইশানও মানবধর্মে বিশ্বাসী। দুজনই অন্তর-ধর্মের প্রাধান্য দিয়েছেন। উদ্দীপকে একটি বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে কিন্তু কবিতায় অন্তর-ধর্মের পাশাপাশি মানুষের মাঝে সাম্যের দিকটিও প্রকাশিত হয়েছে। উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতার আলোচনা শেষে বলা যায়, কবি তাঁর মতকে প্রকাশ করেছেন ইশানের চেয়ে অধিকতর সংহতভাবে এবং অসংখ্য উদাহরণসহ দার্শনিক প্রঞ্জায়। এ কারণে বলা যায়, প্রশ্নে উল্লিখিত মন্তব্যটি সম্পূর্ণ সত্য।

**প্রশ্ন ৯** লোকায়ত বিশ্বাস এই— শুকদেবপুর গ্রামে দূর অতীতে এক মহাপুরুষের জন্ম হয়েছিল। সকল ধর্মের অনুসারীরাই তাঁর কাছ থেকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল লাভের দিক নির্দেশনা পেত। মানুষই সকল জ্ঞান আর প্রজ্ঞার আধার; প্রয়োজন কেবল সেই মানবাত্মার জাগরণ— এই ছিল মানবপ্রেমিক মহাপুরুষের সাধনার মূলকথা। তাঁর শিক্ষা ধারণ করে শুকদেবপুর গ্রাম সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির চরম শিখরে পৌঁছেছে। এখানে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা ধর্মভীরু হলেও তাদের মধ্যে নেই ধর্মীয় উন্মাদনা; ধর্ম তাদের কাছে শোষণহীন ন্যায় বিচারভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অবলম্বন।

[চ. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৪; নেত্রকোনা সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৬]

- ক. সকলের দেবতার বিশ্ব-দেউল কী? ১
- খ. "কিন্তু কেন এ পণ্ড্রম, মগজে হানিছ শূল?" দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের 'মানবাত্মার জাগরণ' 'সাম্যবাদী' কবিতার কোন বক্তব্যের প্রতিফলন? যুক্তিসহ লেখো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকের শুকদেবপুর গ্রামটি যেন 'সাম্যবাদী' কবিতায় কাঙ্ক্ষিত মানব সমাজেরই মূর্ত রূপ।"— মূল্যায়ন করো। ৪

#### ৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** সকলের দেবতার বিশ্ব-দেউল হলো—মানবহৃদয়।

**খ** কেবল পুঁথি-কেতাব পড়ে ধর্ম জানার ব্যর্থ চেষ্টা বোঝাতে কবি বলেছেন— 'কিন্তু কেন এ পণ্ড্রম, মগজে হানিছ শূল?'

মানুষের ধর্মচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ধর্মগ্রন্থ পাঠ। কিন্তু কবি বিশ্বাস করেন, ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে ধর্ম যতখানি উপলব্ধি করা যায় তার চেয়ে বেশি উপলব্ধি করা যায় অন্তর দিয়ে। কারণ মানুষের অন্তরেই সকল ধর্মের অধিষ্ঠান। এ কারণে ধর্মগ্রন্থ পড়ে ধর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা কবির কাছে পণ্ড্রম মনে হয়। এই চেষ্টা যেন মগজে শূল হানার মতো কষ্টের কাজ।

**গ** উদ্দীপকের 'মানবাত্মার জাগরণ' 'সাম্যবাদী' কবিতায় বর্ণিত মানুষের অন্তর-ধর্মের প্রাধান্য কেন্দ্রিক বক্তব্যের প্রতিফলন।

'সাম্যবাদী' কবিতায় মানুষের অন্তর-ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এখানে মানুষের হৃদয়ই বিশ্ব-দেউল বলে স্বীকৃত। সকল দেবতা, সকল যুগাবতার, সকল তীর্থের অধিষ্ঠান মানুষের হৃদয়ের মাঝে। তাই মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা এই কবিতায় স্বীকৃত নয়। উদ্দীপকেও অন্তর-ধর্মের প্রাধান্যের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখি মানবাত্মার জাগরণকে শুকদেবপুরের মহাপুরুষ প্রকৃত ধর্ম বলেছেন। তাঁর মতে, মানুষই সকল জ্ঞান আর প্রজ্ঞার আধার; প্রয়োজন কেবল সেই মানবাত্মার জাগরণ। আমরা দেখি ওই মহাপুরুষের বক্তব্যকে শুকদেবপুর গ্রামবাসী অন্তরে ধারণ করেছে। ফলে সেখানে নেই কোনো ধর্মীয় ভেদাভেদ ও হানাহানি। আর এসব কিছুর মাঝে 'সাম্যবাদী' কবিতায় যে অন্তর-ধর্মের কথা বলা হয়েছে তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় নিঃসন্দেহে।

**ঘ** 'সাম্যবাদী' কবিতা এবং উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নে উল্লিখিত মন্তব্যটি যথার্থ।

'সাম্যবাদী' কবিতাটিতে বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে। কবি সাম্যের গান গেয়ে গোটা সমাজকে একত্র করতে আগ্রহী। তাঁর প্রত্যাশিত সমাজে মানুষ প্রচলিত ধর্মমতে নয়, বরং অন্তর-ধর্মের অনুসারী হবে। তাদের হৃদয়ই হবে সকল ধর্ম, সকল তীর্থ, সকল দেবতার আবাসস্থল। কবির এই প্রত্যাশাই যেন মূর্ত রূপ লাভ করেছে উদ্দীপকের শুকদেবপুর গ্রামটিতে।

উদ্দীপকে শুকদেবপুর নামক গ্রামটিতে মহাপুরুষের আবির্ভাব গ্রামবাসীর ধর্মীয় চিন্তাকে আমূল পরিবর্তিত করে দিয়েছে। ওই মহাপুরুষ মানবাত্মার জাগরণকেই ধর্মের মূল কথা বলে অভিহিত করেছেন। গ্রামবাসীও তা অনুসরণ করেছে। ফলে তারা ধর্ম পালন করলেও ধর্মীয় উন্মাদনা তাদের স্পর্শ করে না। ধর্ম তাদের কাছে শোষণহীন ন্যায়বিচারভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অবলম্বন।

'সাম্যবাদী' কবিতায় জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সাম্যের জয়গান গাওয়া হয়েছে। যেখানে থাকবে না কোনো জাত-পাতের বড়াই ও ধর্মীয় বিধি-বিধান নিয়ে একের সাথে অন্যের হানাহানি ও বিবাদ। সবার মাঝে সম্প্রীতির ভাব গড়ে ওঠার প্রত্যাশাই ব্যক্ত হয়েছে কবিতায়, যা উদ্দীপকের শুকদেবপুর গ্রামবাসীর মধ্যে দেখা যায়। সুতরাং বলা যায়, 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবির যা প্রত্যাশা, উদ্দীপকের শুকদেবপুর গ্রামবাসীর জীবনচায়েও তা প্রতিফলিত হয়েছে। আর এ কারণেই বলা যায়, উদ্দীপকের শুকদেবপুর গ্রামটি যেন 'সাম্যবাদী' কবিতায় কাঙ্ক্ষিত মানবসমাজেরই মূর্ত রূপ।

**প্রশ্ন ১০** মাইভেঃ! মাইভেঃ এতদিনে বুঝি জাগিল ভারতপ্রাণ,

সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান-গোরস্থান।

ছিল যারা চির মরণ আহত,

উঠিয়াছে জাগি ব্যথা জাগ্রত,

'খালেদ' আবার ধরিয়াছে অসি, 'অর্জুন' ছোঁড়ে বাণ।

জেগেছে ভারত ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান।

প্রভাতে হবে না ভায়ে ভায়ে রণ,

চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।

[চ. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৫]

- ক. 'জেন্দাবেস্তা' কী? ১
- খ. 'এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই'— পঙ্ক্তিতে কী মর্মার্থ প্রকাশ পেয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের খালেদ ও অর্জুনের বর্ণনা পাঠ্য পুস্তকের 'সাম্যবাদী' কবিতার কোন কোন প্রসঙ্গের কথা মনে করিয়ে দেয়? কেন? ৩
- ঘ. "উদ্দীপকের মর্মার্থ যেন 'সাম্যবাদী' কবিতারই মূলসুর"— মন্তব্যটি তোমার মতামতসহ ব্যাখ্যা করো। ৪

#### ১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা এবং তার ভাষা জেন্দা, দুটো মিলে হয় 'জেন্দাবেস্তা'।

**খ** সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(খ) নম্বর উত্তর চূড়ান্ত।

**গ** উদ্দীপকের খালেদ ও অর্জুনের বর্ণনা 'সাম্যবাদী' কবিতার অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবিক মেলবন্ধনের প্রসঙ্গের কথা মনে করিয়ে দেয়।

উদ্দীপকে ভারতভূমির স্বার্থে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি লক্ষ করা যায়। কবি মাইভেঃ ধ্বনি উচ্চারণ করে ভারত প্রাণ জাগার কথা বলেছেন। এর ফলে সজীব হয়েছে শ্মশান-গোরস্থান। খালেদ ভারতপ্রাণ জাগাতে অসি ধরেছেন, অস্ত্র হাতে প্রস্তুত অর্জুনও। এই মানবিক মেলবন্ধন ও অসাম্প্রদায়িকতার ফলে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ হবে না। ফলে তারা শত্রু ও স্বজনকে আলাদা করতে পারবে।



উদ্দীপকের এই বক্তব্য 'সাম্যবাদী' কবিতায় বর্ণিত অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবিক মেলবন্ধনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি অন্তর দিয়ে ধর্মকে, শ্রষ্টাকে চিনতে বলেছেন। তিনি এমন সাম্যের গান গেয়েছেন যেখানে মানুষের মাঝের সাম্প্রদায়িক বাধা-ব্যবধান দূর হবে। ফলে মিলেমিশে থাকবে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান। যেখানে কোনো ধর্মবিশ্বাস থাকবে না, থাকবে হৃদয়ে-ধর্মের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য।

ঘ উদ্দীপকে মানবিক মেলবন্ধন ও অসাম্প্রদায়িকতার যে সুর ধ্বনিত হয়েছে 'সাম্যবাদী' কবিতার মূলসুরও তাই।

উদ্দীপকে ভারত ভূমির জাগরণের ফলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঘটেছে। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জাগরিত হয়ে ভারতবাসী নিজেদের মধ্যে কলহ ত্যাগ করেছে। শত্রুকে মোকাবিলা করতে মুসলমান প্রতিনিধি হিসেবে খালেদ এবং হিন্দু প্রতিনিধি অর্জুন যুগ্মে একত্রিত হয়েছেন। এ সবই মানবিক মেলবন্ধনকে নির্দেশ করে। এই একই সুর দেখি 'সাম্যবাদী' কবিতায়।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম জাতি, ধর্ম ও বর্ণের উর্ধ্বে মানবতার জয়গান করেছেন। এখানে যে সুর ধ্বনিত হয়েছে তার মুখ্য সুর নিঃসন্দেহে অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবিক মেলবন্ধন। উদ্দীপকের ঘটনাবর্তের মধ্যেও এ বিষয়টির প্রতিফলন পাওয়া যায়।

উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতা সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা দেখলাম উভয়ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবিক মিলনের কথা ব্যক্ত হয়েছে। উদ্দীপকে যেমন হিন্দু-মুসলিমদের মাঝে ঐক্য দেখানো হয়েছে তেমনি সমতা প্রত্যাশিত হয়েছে 'সাম্যবাদী' কবিতায়। 'সাম্যবাদী' কবিতায় হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবার জয়গান গাওয়া হয়েছে এবং এসব ধর্ম পরিচয়ের চেয়ে মানবধর্মই যে মানুষের প্রধান ধর্ম সে কথা ধ্বনিত হয়েছে। তাই প্রশ্নে উল্লেখিত উক্তিটি যথার্থ।

- প্রশ্ন ১১** "হাতের কাছে যারে পাও  
(তারে) ঢাকা-দিল্লি খুঁজতে যাও  
কোন অনুসারে।  
এমনি বুদ্ধিহীন হলি মনরে তুই এ সংসারে  
ঘরের মধ্যে এ ঘরখানা  
ঘরে কে বিরাজ করে।"
- ক. ভীল কী? ১  
খ. 'গাহি সাম্যের গান' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২  
গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'সাম্যবাদী' কবিতার ভাবনার তুলনা করো। ৩  
ঘ. "সাম্যবাদী" কবিতার অসাম্প্রদায়িক চেতনা উদ্দীপকের ঘরে বিরাজ করে।"— মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করো। ৪

### ১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'ভীল' হলো ভারতীয় উপমহাদেশের আদিম নৃগোষ্ঠীবিশেষ।

খ 'গাহি সাম্যের গান' বলতে কবি বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ গঠনের প্রত্যাশার কথা বুঝিয়েছেন।

কবি সাম্যের গান গেয়ে গোটা মানবসমাজকে ঐক্যবন্ধ করতে চেয়েছেন। কবি মনে করেন, ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে মানুষ পরিচয়ে বড় হয়ে ওঠাই সবার প্রকৃত সাধনা হওয়া উচিত। তাই কবি ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে মানুষকে এক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আর সেই আহ্বান জানাতে গিয়ে তিনি বলেছেন— 'গাহি সাম্যের গান'।

গ অন্তরের মাঝে বিধাতাকে অন্বেষণের দিক থেকে 'সাম্যবাদী' কবিতা ও উদ্দীপকের ভাবনার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি অন্তর-ধর্মের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে, মানুষের প্রাণের মাঝে সকল শাস্ত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। মানুষের হৃদয়

পৃথিবীর সকল দেবতার বিশ্ব-দেউল। স্বয়ং বিধাতা মানুষের অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে অধিষ্ঠিত। এ কারণে মানুষের হৃদয়ে আছে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন। অর্থাৎ বিধাতাকে অন্বেষণের জন্যে ধর্মগ্রন্থ কিংবা তীর্থ ভ্রমণের দরকার নেই। অন্তরেই বিধাতাকে উপলব্ধি করতে হয়।

উদ্দীপকেও একই রকম ভাবনা বিদ্যমান। এখানেও বলা হয়েছে যাকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা যায়, তাকে খুঁজতে ঢাকা-দিল্লি যাওয়ার দরকার নেই। বুদ্ধিহীনরা বিধাতাকে উপলব্ধি করতে দেশ-বিদেশে হন্যে হয়ে খোঁজে কিন্তু দেহের মাঝে যে ঘর, যাকে অন্তর বলা হয়, সেখানেই সহজে বিধাতাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আর এমন ভাবনার দিক থেকে 'সাম্যবাদী' কবিতা ও আলোচ্য উদ্দীপকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কবিতা ও উদ্দীপকের আলোকে প্রশ্নোত্তর মন্তব্যটি যথার্থ।

'সাম্যবাদী' কবিতায় আছে অসাম্প্রদায়িক ও সাম্যভিত্তিক সমাজের প্রত্যাশা। কবি এ কবিতায় ধর্মীয় কিতাব কিংবা তীর্থে ভ্রমণে ঈশ্বরকে উপলব্ধির বিপরীতে অন্তরের মাঝে ঈশ্বরকে উপলব্ধির কথা বলেছেন। তাঁর মতে, মানুষের হৃদয়ই সকল দেবতার দেবালয়। আর এ হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা থাকতে পারে না। এমনকি মহামানবরাও তাঁদের অন্তর-মাঝেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছিলেন। কবির ভাবনার দিক থেকে উদ্দীপকের বক্তব্যও অনেকটা একই রকম।

উদ্দীপকেও ঈশ্বরের উপলব্ধি যে মনের মাঝে হয় তা বর্ণিত হয়েছে। হাতের কাছে যাকে পাওয়া যায় তাকে খুঁজতে ঢাকা-দিল্লি ভ্রমণ বৃথা চেষ্টা। মানুষ বুদ্ধিহীন বলেই হৃদয়ে ঈশ্বরকে উপলব্ধির চেষ্টা না করে অন্যত্র তাঁকে অন্বেষণ করে ফেরে। আমাদের দেহ ঘরের মাঝে যে আরেকটি ঘর রয়েছে, যাকে অন্তর বলা হয় সেখানেই ঈশ্বরকে খুঁজতে হবে। উদ্দীপকে 'ঘরে বিরাজ করে' বিষয়টি আমাদের মনে বিধাতার অবস্থা নির্দেশ করে।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি সাম্যের জয়গান গেয়েছেন। এছাড়া কবি নিজের মাঝেই শ্রষ্টাকে অন্বেষণ করতে বলেছেন, যা উদ্দীপকেরও মূল ভাব্য। উদ্দীপকের বক্তব্যে নিজের মাঝে শ্রষ্টার আত্মানুসন্ধানের বিষয়টি উঠে এসেছে। 'সাম্যবাদী' কবিতায় অসাম্প্রদায়িক চেতনার মধ্য দিয়ে যেভাবে বিধাতাকে উপলব্ধির কথা বলা হয়েছে, উদ্দীপকে 'ঘরে বিরাজ করে' সেই একই ভাবনাকে নির্দেশ করে। তাই প্রশ্নে উল্লেখিত মন্তব্যটি নিঃসন্দেহে যথার্থ।

**প্রশ্ন ১২** শংকরলাল দ্বিধিজয়ী ন্যায়শাস্ত্রবিদ। যুক্তিতর্কে তাকে কেউ হারাতে পারে না। রাজসভায় ন্যায়শাস্ত্রের ওপর তর্ক-বিতর্ক হবে। আমন্ত্রণ পেল শংকরলাল। তিনি প্রস্তুতি নিতে গিয়ে দেখলেন তাঁর পাগড়ি মলিন। তিনি জসীম ধোপাকে পাগড়ি রাঙিয়ে দিতে বললেন। ধোপার মেয়ে আমিনা পাগড়ি ধোয়ার সময় খেয়াল করল, পাগড়ির কোণে সুতা দিয়ে লেখা, 'তোমার শ্রীপদ মোর ললাটে বিরাজে।' ধোপার মেয়ে আমিনা অনেকক্ষণ ভেবে রঙিন সুতা দিয়ে আর এক চরণ লিখে দিল— 'পরশ পাইনা তাই হৃদয়ের মাঝে।' শংকরলাল দেখে প্রথমে হতবাক হলো এবং পরে তার জীবনের ভুল বুঝতে পারল।

[উৎস: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রঙিরেজিনী' কবিতার ভাবার্থ]

[রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৬]

- ক. 'শাক্যমুনি' কে? ১  
খ. ব্যাখ্যা কর: দোকানে কেন এ দর-কম্বাকষি? পথে ফোটে তাজা ফুল। ২  
গ. উদ্দীপকের আমিনার দর্শন 'সাম্যবাদী' কবিতায় কীভাবে ফুটে উঠেছে? ৩  
ঘ. "শংকরলাল যে ভুল বুঝতে পারল তাই 'সাম্যবাদী' কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয়।"— প্রমাণ করো। ৪



ক. শাক্যমুনি হলেন বুদ্ধদেব।

খ. প্রকৃতি ও মানবজীবনের মাঝে জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট সমস্ত ইতিবাচক উপাদান বিদ্যমান থাকার পরও আমরা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিচলিত হয়ে পড়ি— আলোচ্য চরণে এ ভাবনাই ধরা পড়েছে।

আমাদের চারপাশের প্রকৃতি ও জনজীবন বিচিত্র আনন্দের আধার। সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে আমরা নিজেদের স্বার্থ উন্মারের জন্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ইত্যাদি সংকীর্ণতার বেড়াগুলো নিজেদের আবদ্ধ করে রাখে। অথচ মানবহৃদয়ের অমিত সৌন্দর্য, প্রকৃতির মোহময় রূপকে হৃদয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করলে আমরা বুঝতে পারতাম, এ ব্যবধানগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে কবি উক্তিটির মাধ্যমে আমাদের সংকীর্ণতা পরিহার করে উদার মানসিকতা পোষণের আহ্বান জানিয়েছেন।

গ. বাহ্যধর্মের পরিবর্তে হৃদয়ধর্মকে প্রাধান্য দেয়ার যে দর্শন উদ্দীপকের আমিনার, তা 'সাম্যবাদী' কবিতার ভাবেও ফুটে উঠেছে।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক মানব সমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। এখানে কবি মানুষে মানুষে ভেদাভেদের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। একইসাথে ঐক্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টির উপায়ও ব্যক্ত করেছেন।

উদ্দীপকের শংকরলালের পাগড়ির কোণে সুতো দিয়ে লেখা ছিল 'তোমার শ্রীপদ মোর ললাটে বিরাজে' অর্থাৎ কীনা সৃষ্টিকর্তার চরণের কাছেই শংকরলালের কপালের অবস্থান। পাগড়ি ধুতে গিয়ে উক্ত লেখাটি দেখে আমিনা লিখে দিয়েছিল যে 'পরশ পাইনা তাই হৃদয়ের মাঝে'। এ কথার মধ্য দিয়ে আমিনা শংকরলালকে বোঝাতে চেয়েছে যে, বাহ্যিক আচার-আচরণে স্রষ্টাকে ধারণ করলেই হবে না, তাকে হৃদয়মাঝেও ধারণ করতে হবে। এদিকে, আমিনার এই দর্শন আলোচ্য কবিতার কবির মাঝেও বিদ্যমান। তিনিও মনে করেন ধর্মগ্রন্থ পড়া, উপাসনালয়ে যাওয়ার মতো ধর্মের বাহ্যিক বিষয়গুলো পালন করলেই শুধু হবে না। ধর্মের শিক্ষাকে যথোপযুক্তভাবে উপলব্ধি করতে হলে তাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে। স্রষ্টাকে হৃদয়ের মাঝে ধারণ করার যে দর্শন আমিনার কথায় ফুটে উঠেছে 'সাম্যবাদী' কবিতায়ও সেই একই দর্শনের প্রভাব বিরাজমান বলা যায়।

ঘ. বাহ্যধর্মের পরিবর্তে হৃদয়ধর্মকে প্রাধান্য দেয়াই 'সাম্যবাদী' কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয়।

আলোচ্য কবিতায় কবি সাম্যের গান গেয়েছেন। তিনি বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক মানব সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেন। এ লক্ষ্যে তিনি দূর করতে চান মানুষে মানুষে থাকা ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীভিত্তিক বৈষম্য।

উদ্দীপকের শংকরলাল তাঁর পাগড়ির কোণে লিখে রেখেছিলেন— 'তোমার শ্রীপদ মোর ললাটে বিরাজে' অর্থাৎ স্রষ্টার চরণতলে তাঁর কপালের অবস্থান। এমন কথা পাগড়িতে লিখে তিনি স্রষ্টাকে নিজের মাঝে ধারণ করেন এমনটা বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীতে ধোপার মেয়ে আমিনা 'পরশ পাই না তাই হৃদয়ের মাঝে' নামক চরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয় যে, এসব বাহ্য ধর্মের প্রদর্শনের চেয়ে স্রষ্টাকে হৃদয়ে ধারণ করা জরুরি। এদিকে, আলোচ্য কবিতার কবিও অন্তর-ধর্মের ওপর জোর দিয়েছেন।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি মানুষের হৃদয়কে সবচেয়ে পবিত্র বলে মতামত দিয়েছেন। এ হৃদয়কে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই তো ধর্মের শিক্ষাকে, স্রষ্টাকে তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে বলেছেন। স্রষ্টাকে হৃদয়ে ধারণ করতে না পারলে ধর্মের বাহ্যিক আচার-প্রকাশ সব বিফলে যায়। আমিনার কথা শুনে এমন বোধের জাগরণ ঘটেছে উদ্দীপকের শংকরলালের মাঝেও। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, ধর্ম ও স্রষ্টাকে বাহ্যিক আচার-আচরণে প্রকাশের চেয়ে হৃদয়ের মাঝে ধারণ করাই মুখ্য। তাঁর এই বোধই 'সাম্যবাদী' কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রশ্ন ১৩ 'জীবে দয়া করে যে জন, সে জন সেবিছে ঈশ্বর।'

(বিপ্লবী ক্যাডেট কলেজ; ১ প্রশ্ন নম্বর-৬)

- ক. 'বিশ্ব দেউল' বলতে কী বোঝ? ১
- খ. 'এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই'— বুঝিয়ে লেখো। ২
- গ. উদ্দীপকের মূল বক্তব্যের সাথে 'সাম্যবাদী' কবিতার ভাবসাদৃশ্য কতটুকু তা বুঝিয়ে লেখো। ৩
- ঘ. 'সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠাই সমাজ থেকে দূর করতে পারে সকল বৈষম্য'— উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'বিশ্ব দেউল' বলতে পৃথিবীর দেবালয় অর্থাৎ মানুষের হৃদয়কে বোঝানো হয়েছে।

খ. প্রশ্নোক্ত চরণটির মাধ্যমে কবি মানুষের অন্তরধর্মের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

ধর্মগ্রন্থ পড়ে মানুষ যে জ্ঞান আহরণ করে, তাকে যথোপযুক্তভাবে উপলব্ধি করতে হলে প্রয়োজন প্রগাঢ় মানবিকতাবোধ। এ বোধ না থাকলে মানুষ সাম্প্রদায়িকতার চোরাবালিতে ডুবে যাবে। মানুষকে উপলব্ধি করতে হবে যে, অন্য সবকিছুর চেয়ে মানুষ পরিচয়ই বড়। মানুষ যদি তার হৃদয়ে সত্য ও মানবিকতাকে ধারণ করে তবে তা হবে মন্দির-মসজিদের মতোই পবিত্র।

গ. উদ্দীপকের মূলবক্তব্যের সাথে 'সাম্যবাদী' কবিতার মূলবক্তব্য পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি মানব জাতির মাঝে সাম্য প্রত্যাশা করেছেন। এর পাশাপাশি মানুষের হৃদয়কে তিনি সকল ধর্ম বা শাস্ত্রের উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। অন্যদিকে, উদ্দীপকটিতে জীবের মাঝেই ঈশ্বরের অবস্থান বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে, যা উল্লেখিত কবিতার ভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে জীবের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেননা, মানুষের হৃদয়েই সকল ধর্ম ও তীর্থভূমির অবস্থান। সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টা নিজেকে প্রকাশ করেন। তাই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে চাইলে তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসতে হবে। এ উপলব্ধি থেকেই 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি সকল মানুষকে সমতার দৃষ্টিতে দেখেছেন। এছাড়াও তিনি মনে করেন, মানুষ নিজ হৃদয়েই সকল শাস্ত্র, উপাসনালয় ও দেবতা-ঠাকুরকে বুজে পাবে। তাই স্রষ্টার নৈকট্য লাভের জন্য পয়া-কাশী-বৃন্দাবন-জেরুজালেম ভ্রমণের কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, মানুষের অন্তরেই স্রষ্টার বাস। একইভাবে উদ্দীপকের কবিতাংশেও জীবের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের সেবা করার কথা বলা হয়েছে, যা পাঠ্য কবিতার কবির বক্তব্যের সমান্তরাল। সে বিবেচনায় উদ্দীপকের বক্তব্য 'সাম্যবাদী' কবিতার মূলবক্তব্যেরই প্রতিফলন।



ঘ 'সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠাই সমাজ থেকে দূর করতে পারে সকল বৈষম্য'— উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতার আলোকে প্রশ্নোত্তর উত্তিটি যথার্থ।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি সকল মানুষকে দেখেছেন সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্যকে উপলব্ধির মধ্য দিয়ে কবি সকল মানুষের সমমর্যাদা কামনা করেছেন। কবি শ্রেণি-বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

উদ্দীপকের বস্তুত্ব অনুযায়ী, বিশ্ববিধাতা সকল জীবকে পরম মমতায় সৃষ্টি করেছেন। তাই সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভের একমাত্র পথ হলো তাঁর সৃষ্ট জীবের প্রতি সদয় হওয়া। স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনের জন্য প্রত্যেকের উচিত মানুষকে ভালোবাসা। এজন্য ধর্ম-বর্ণ বিবেচনায় মানুষে মানুষে পার্থক্য করা উচিত নয়। উদ্দীপকের কবিতাংশের এই মূলভাব 'সাম্যবাদী' কবিতারও সারকথা।

'সাম্যবাদী' কবিতার কবি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মূলমন্ত্র এক ও অভিন্ন বলে অন্তরে ঠাই দিয়েছেন। তাঁর মতে, মানবতাই মানুষের প্রকৃত ধর্ম। মানুষ মিছেমিছি বাহ্যধর্ম, উপাসনালয়, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে গৌরব করে। কেননা, সকল ধর্মের মহাপুরুষেরাই মানুষের কল্যাণের কথা বলেছেন, সাম্য ও সম্প্রীতির বাণী প্রচার করেছেন। এভাবে পাঠ্য কবিতাটিতে মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন ও সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টাকে খোঁজার যে চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় তা উদ্দীপকটিরও সারকথা। সেখানেও জীবসেবার মাধ্যমেই স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনের কথা বলা হয়েছে। এ বিবেচনায় প্রশ্নোত্তর মন্তব্যটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ১৪** 'বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র  
কৃত্রিম ভেদ ধূলায় লোটে।  
রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে  
আসল মানুষ প্রকট হয়,  
বর্ণে বর্ণে নাইরে বিশেষ  
নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।

(রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৭/)

- |  |   |
|--|---|
| ক. কনফুসিয়াস কে?  | ১ |
| খ. 'কেন খুঁজে ফের দেবতা-ঠাকুর মৃত-পুঁথি-কঙ্কালে?' বলতে কী বোঝ?                               | ২ |
| গ. উদ্দীপকে 'সাম্যবাদী' কবিতার কোন ভাব প্রতিফলিত হয়েছে? আলোচনা করো।                         | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে 'সাম্যবাদী' কবিতার বিষয়বস্তু পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশিত হয়েছে কি? তোমার মতামত দাও। | ৪ |

#### ১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** কনফুসিয়াস চীনের দার্শনিক।

**খ** মানবহৃদয়ে স্রষ্টার অবস্থান বলে পুঁথি-কেতাবে তাঁকে খোঁজা বুখা— এটি বোঝাতেই আলোচ্য কথটি বলা হয়েছে।

দেবতা-ঠাকুর বা সৃষ্টিকর্তার বাস শুধু মন্দির-মসজিদ বা ধর্মগ্রন্থের পাতায় নয়। সকল মানুষের মাঝেই তিনি অবস্থান করেন। মানুষ যদি মানবিকতাবোধ আর সাম্যের দীক্ষায় দীক্ষিত হতে পারে তবেই ধর্মগ্রন্থের মূল সত্য উদ্ভাসিত হবে। মানবিকতাহীন ব্যক্তি শুধু ধর্মগ্রন্থ পড়ার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে, তার পক্ষে ঈশ্বরের কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব হবে না। প্রশ্নোত্তর উত্তিটিতে এ সত্যই প্রতিভাত হয়।

**গ** 'সাম্যবাদী' কবিতায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

আলোচ্য কবিতায় কবি মানবজাতির মাঝে সাম্য প্রত্যাশা এবং সকল কিছুর উর্ধ্বে মানবতাকে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীর দোহাই দিয়ে পরস্পরকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। অথচ ধর্মের শিক্ষা সকল মানুষকে সহাবস্থানের আহ্বান জানায়।

উদ্দীপকে পৃথিবীর সর্বত্র সৃষ্টিকর্তা রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। এছাড়া মানুষের মর্যাদা যে সবার উপরে তাও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাই বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় মানুষের চেয়ে মর্যাদাকর হতে পারে না। সমাজে প্রচলিত এসব বর্ণভেদ প্রথা মানুষের জন্য অবমাননাকর। 'সাম্যবাদী' কবিতা এবং উদ্দীপকে উভয়ক্ষেত্রেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের বাণী উচ্চারিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'সাম্যবাদী' কবিতার মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ক ভাব প্রতিফলিত হয়েছে।

**ঘ** 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি মানবিক পরিচয়ের নিরিখে সকল মানুষের মধ্যে মেলবন্ধনের আহ্বান করেছেন, যা উদ্দীপকেও প্রকাশিত হয়েছে।

আলোচ্য কবিতায় কবি মনুষ্যত্বকেই মানুষের মূল ধর্ম বলে মনে করেন। ধর্মীয় ও সামাজিক পরিচয়ের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রকৃত মানুষ হিসেবে নিজেকে তৈরি করা। এ জন্য ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের নামে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা উচিত নয়। 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি তাই সাম্যের গান গেয়ে পুরো মানবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে চান।

উদ্দীপকে বর্ণপ্রথাভেদে মানুষের মধ্যে দ্বন্দের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। যেখানে বর্ণের দোহাই দিয়ে মানুষ নিজেদের আলাদা করে দিয়েছে। কিন্তু এসব বর্ণভেদের চেয়ে মানুষের অবস্থান অনেক উচুতে। সৃষ্টিকর্তাও মানুষের মাঝেই অবস্থান করে। এসব বর্ণভেদ সমাজে বিভেদ তৈরি করে বলে এসব বর্জন করে মানবতাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

'সাম্যবাদী' কবিতার কবি এবং উদ্দীপকের লেখক অভিন্নভাবে সাম্প্রদায়িক চেতনার বিপরীতে মানবিক চেতনায় উজ্জীবিত হবার কথা বলেছেন। উভয়ই বৈষম্যবিহীন অসম্প্রদায়িক মানবসমাজের কথা ব্যক্ত করেছেন। মানবধর্মকে গুরুত্ব দিলেই সমাজে সকল ভেদাভেদ দূর করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। উদ্দীপকে জাতভেদের উর্ধ্বে মানুষকে স্থান দেওয়া হয়েছে। সাম্যতাই মানুষের আসল পরিচয়। কবি মানুষের ভেতর সৃষ্ট মিথ্যে জাতভেদকে উপেক্ষা করে মানবতার জয়গান করেছেন। অনুরূপভাবে উদ্দীপকেও জাতের কৃত্রিম রূপকে দূরে সরিয়ে রেখে মানবতাকে সবচেয়ে সত্য বলে মনে করা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'সাম্যবাদী' কবিতার বিষয়বস্তু পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

**প্রশ্ন ▶ ১৫** মানুষ ধর্মই সবচেয়ে বড়ো ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোনখানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, সেখানে ধর্মের বৈষম্য কোনো হিংসার দুশমনী ভাব আনে না। যার নিজের ধর্মের বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্যের ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না।

(আইডিয়াম কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৬/)

- |  |   |
|--|---|
| ক. শাক্যমুনি কে?   | ১ |
| খ. 'এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই'— ব্যাখ্যা করো।   | ২ |
| গ. উদ্দীপকের সাথে 'সাম্যবাদী' কবিতার সাদৃশ্য আলোচনা করো।   | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে 'সাম্যবাদী' কবিতার সম্পূর্ণ মনোভাবকে ধারণ করতে পেরেছে কি? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। | ৪ |

#### ১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** শাক্যমুনি হলেন বুদ্ধদেব।

**খ** সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ** সৃজনশীল প্রশ্নের ৭(গ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

**ঘ** উদ্দীপকটি 'সাম্যবাদী' কবিতার সম্পূর্ণ মনোভাবকে ধারণ করতে পেরেছে বলে আমি মনে করি।

জাতিভেদ, ধর্মভেদ মানুষকে মানুষের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেয়। অশান্তি ও হানাহানি সৃষ্টির কারণও এই জাত-বৈষম্য। তাই সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে হলে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলে সকলে মিলে মিশে থাকার মানসিকতা তৈরি করতে হবে।



উদ্দীপকে মানবতার জয়গান গাওয়া হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে বিভেদ ও বৈষম্য তা দূর করতে হলে মানবধর্মের জয়ধ্বনি তোলা প্রয়োজন। মানুষে মানুষে যদি প্রাণের মিল থাকে তবে সেখানে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িকতা দানা বাঁধতে পারে না। যার নিজের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস আছে সে কখনো অন্যধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না। ফলে অশান্তি বা মারামারি বা জাতিতে জাতিতে ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডও তখন কমে যায়।

'সাম্যবাদী' কবিতার মূলভাবে মানবতার জয়গান ধ্বনিত হয়েছে আর উদ্দীপকেও বলা হয়েছে মানবধর্মই সবচেয়ে বড়ো ধর্ম। উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতা উভয়স্থানেই সমাজে হানাহানি, মারামারি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধে মানুষের অন্তরে মানবধর্মকে লালন করার কথা বলা হয়েছে। মানবধর্মের জয়গান গাওয়ার মাধ্যমে মানুষে মানুষে সব ব্যবধান ঘুচে যাবে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকটি আলোচ্য কবিতার কবির সম্পূর্ণ মনোভাবকে ধারণ করতে পেরেছে।

**প্রশ্ন ১৬** (ক) কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই,  
আকাশ পাতাল জুড়ে-  
কে তুমি ফিরিছ বনে জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড় চূড়ে?  
(খ) কে তোরা খুঁজিস তারে  
কাজাল বেশে হারে হারে  
দেখা মেলে না মেলে না  
তোরা আয়রে ধেয়ে দেখরে চেয়ে  
আমার বুকে ওরে দেখরে আমার দুই নয়নে।

[ঢাকা সিটি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৭/]

- ক. জেন্দা কী? ১  
খ. 'হাসিছেন তিনি অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালে'। উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২  
গ. উদ্দীপকের 'ক' অংশটি 'সাম্যবাদী' কবিতার কোন অংশের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ তা আলোচনা করো। ৩  
ঘ. 'তোরা আয়রে ধেয়ে দেখরে চেয়ে আমার বুকে ওরে, দেখরে আমার দুই নয়নে' উক্তিটি 'সাম্যবাদী' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** জেন্দা একটি ভাষা।  
**খ** 'হাসিছেন তিনি অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালে' চরণটির অর্থ মানুষের অজ্ঞানতা দেখে শ্রষ্টা নির্জনে নীরবে হাসেন।  
প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায় বিধাতার অবস্থান। কিন্তু অজ্ঞানতার কারণে মানুষ সেই পরম সত্তার সন্ধান লাভ করার জন্য পুঁথি-পুস্তক কেতাবের পাতা খুঁজে গলদঘর্ম হয়। মানুষের এ অজ্ঞানতা দেখে দেবতা-ঠাকুর নির্জন স্থানে অবস্থান করে নীরবে হাসেন।  
**গ** মানুষের অন্তরধর্মের ওপর গুরুত্বারোপ করার দিক থেকে উদ্দীপকের 'ক' অংশের সাথে 'সাম্যবাদী' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।  
'সাম্যবাদী' কবিতায় মানুষের হিয়ার মাঝে সৃষ্টিকর্তার পরম আশ্রয় বলে কবি মনে করেন। মানুষের হৃদয়ের চেয়ে যে শ্রেষ্ঠ কোনো তীর্থ নেই, এটি কবির স্বোপার্জিত অনুভব। সকল কিছুর উর্ধ্বে মানবতাকে স্থান দিয়েছেন তিনি।  
উদ্দীপকের কবিতাংশে সৃষ্টিকর্তা সকল মানুষের মাঝে অবস্থান করেন বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। তাই তার খোঁজে বন-জঙ্গলে কিংবা পর্বতচূড়ায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই। দেখার মতো করে দেখতে চেষ্টা করলে আপন অন্তরেই বিধাতাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। এজন্য নিজেকে সঠিকভাবে চিনতে হবে। উদ্দীপকের এ দিকটিই সাম্যবাদী কবিতার মূলবক্তব্যও উঠে এসেছে।

**ঘ** 'সাম্যবাদী' কবিতায় মানবতাবাদী কবি বাহ্যধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে অন্তরধর্মের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি মানুষের সমমর্যাদা প্রত্যাশার পাশাপাশি মানব হৃদয়ের ঐশ্বর্যের কথা বলেছেন। কবি মনে করেন ধর্মের উর্ধ্বে মানুষের হৃদয়। মানুষের হৃদয়ের চেয়ে যে শ্রেষ্ঠ কোনো তীর্থ নেই, এই প্রতীতি স্বোপার্জিত অনুভব।

উদ্দীপকের কবিতাংশে শ্রষ্টার মানবহৃদয়ে অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। মানুষ যদি তার আপন সত্তাকে জানতে বা চিনতে পারে তবে স্নায় হৃদয়েই শ্রষ্টাকে উপলব্ধি করতে পারবে। নিজেকে জানার এই সম্ভাবনার বিষয়টি 'সাম্যবাদী' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে।

'সাম্যবাদী' কবিতায় মানবহৃদয়ে সকল ধর্ম, যুগাবতার ও তীর্থভূমির স্থান রয়েছে বলে কবি মনে করেন। কিন্তু মানুষ শ্রষ্টাকে খুঁজে বেড়ায় সর্বত্র। মানুষের অজ্ঞানতা দেখে শ্রষ্টা নীরবে হাসেন। মানবহৃদয়ে শ্রষ্টার উপস্থিতির বিষয়টি আলোচ্য উদ্দীপকেও উঠে এসেছে। মানবতার সুবাস ছড়ানো আত্মার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে এ জীবনকে পবিত্র করে তোলা সম্ভব। উদ্দীপক এবং মানবহৃদয়ে শ্রষ্টার অবস্থানের স্বীকৃতি রয়েছে। তাই প্রলোম্বিখিত মন্তব্যটি 'সাম্যবাদী' কবিতার আলোকে যথার্থ।

**প্রশ্ন ১৭** ভূপেন হাজারিকা বাংলার গণ মানুষের চেতনাকে অসাধারণভাবে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাঁর গানে একাধারে যেমন ছিল সুরের বৈচিত্র্য ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তেমন ছিল গণ মানুষের সুখ-দুঃখের নিবিড় উপস্থাপনা। তাঁর একটি বিখ্যাত গান ছিল এমন— "মানুষ মানুষের জন্য/জীবন জীবনের জন্য/একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না? ও বন্ধু।"

[সাজুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল গ্রাউ কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৬/]

- ক. 'দেউল' কী? ১  
খ. 'এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো মন্দির কাবা নেই'— ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. উদ্দীপকের সাথে 'সাম্যবাদী' কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. 'মানুষ মানুষের জন্য/জীবন জীবনের জন্য' মন্তব্যটি 'সাম্যবাদী' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'দেউল' অর্থ দেবালয় বা মন্দির।  
**খ** সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।  
**গ** উদ্দীপকের সাথে 'সাম্যবাদী' কবিতায় বর্ণিত কবির সাদৃশ্য আছে।  
'সাম্যবাদী' কবিতার কবি কাজী নজরুল ইসলাম মনে করেন, মানুষের 'মানুষ' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে পরিচিত হওয়ার চেয়ে সম্মানের আর কিছু নেই। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীর দোহাই দিয়ে মানুষ মানুষকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে যা ঠিক নয়। কবি মানুষে মানুষে এই ব্যবধান ঘুচিয়ে মানবিক মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আত্মার উদ্বোধন করার আহ্বান জানিয়েছেন।  
উদ্দীপকে বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী ভূপেন হাজারি কার কথা বলা হয়েছে। তিনি বাংলার গণ মানুষের চেতনাকে অসাধারণভাবে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তার গানে ছিল মানুষের সুখ-দুঃখের নিবিড় উপস্থাপনা। তাঁর 'মানুষ মানুষের জন্য/জীবন জীবনের জন্য' গানটিতে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলবোধের কথা বলা হয়েছে। 'সাম্যবাদী' কবিতায়ও বৈষম্য ভুলে মানুষে মানুষে একই কাতারে দাড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। তাই বলা যায়, বৈষম্যহীন সম্প্রীতিময় মানব সমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করার দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'সাম্যবাদী' কবিতার সাদৃশ্য আছে।  
**ঘ** উদ্দীপকের 'মানুষ মানুষের জন্য/ জীবন জীবনের জন্য' মন্তব্যটিতে 'সাম্যবাদী' কবিতার মূলসুর বিদ্যমান।  
'সাম্যবাদী' কবিতার কবি মানুষে-মানুষে সাম্য-সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধে জাগ্রত হয়ে একটি ঐক্যবন্ধ মানবিক সমাজ গঠন করতে চেয়েছেন। ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের বিভাজন ভুলে কবি মানুষের হৃদয়কে উন্মোচিত



করতে বলেছেন কারণ হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো তীর্থ নেই। মানুষের জন্যই মানুষের সকল কর্ম-প্রচেষ্টা থাকা উচিত কারণ এর ফলেই সমাজে মানবতার সুবাস ছড়িয়ে পড়বে।

উদ্দীপকে একজন মহান সঙ্গীতশিল্পীর কথা বলা হয়েছে। তিনি বাংলার গণ মানুষের চেতনাকে অসাধারণভাবে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাঁর গানে সুরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি গণ মানুষের সুখ-দুঃখের উপস্থাপনা ছিল। তার বিখ্যাত “মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য” গানটিতে মানুষের জন্য মানুষের যে দায়িত্ব-কর্তব্য, সৌহার্দ্য সম্প্রীতির অনুভূতি আছে তা লালন করার আত্মসম্মান জানানো হয়েছে। কোন বৈষম্য না করে মানুষ পরিচয়টিকে বড় করে দেখে মানবতার সৌরভ ছড়ানোর কথা বলা হয়েছে।

‘সাম্যবাদী’ কবিতায় সকল বৈষম্য ভুলে মানব হৃদয়ের মানবিক চর্চার দিকটি দেখানো হয়েছে। কারণ মানব হৃদয়ে এসে পৃথিবীর সকল ব্যবধান এক হয়ে গেছে। উদ্দীপকের আলোচ্য চরণটিতেও মানুষ মানুষে ব্যবধান ভুলে সম্প্রীতির কথা বলা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ‘মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য’ মন্তব্যটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার মূলসুরকে আলোচিত করে।

প্রশ্ন ১৮ ‘তুমি মানুষ

তোমাকে ভালোবাসলেই

আমি কেবল স্পর্শ করতে পারি

অখণ্ড মানবশিখর।

তুমি আমার জীবনবোধের কথা জানো।’

[সরকারি মোহাম্মদপুর হাইস্কুল এন্ড কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৬/

ক. কবিতায় পেটে-পিঠে-কাঁধে মগজে কী বহনের কথা আছে? ১

খ. কবি নিজের প্রাণের মাঝে কেন শাস্ত্রকে খুঁজতে বলেছেন? ২

গ. ‘সাম্যবাদী’ কবিতার সাথে উদ্দীপকের সাদৃশ্য নিরূপণ করো। ৩

ঘ. ‘উদ্দীপকে নির্দেশিত দিকটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় ফুটে উঠেছে, যা হৃদয়ে লালন করার মাধ্যমে সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।’— মূল্যায়ন করো। ৪

১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. কবিতায় পেটে-পিঠে-কাঁধে মগজে পুঁথি ও কেতাব বহনের কথা আছে।

খ. সকল শাস্ত্রের সারকথা মানবহৃদয়ের মধ্যেই সংকলিত রয়েছে বলে, তাই কবি নিজের প্রাণের মাঝে শাস্ত্রকে খুঁজতে বলেছেন।

পৃথিবীর নানা জাতির নানা ধর্মগ্রন্থ বা শাস্ত্র রয়েছে। সেসব শাস্ত্রের মর্মবাণী হলো মানবতাবোধ ও সমতার দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষ যদি মানবিকতাবোধ ও সাম্যের চেতনায় ঋদ্ধ হয় তবে শাস্ত্রের এসব মর্মবাণী আপন হৃদয়েই উদ্ভাসিত হতে পারে। তাই কবি বিচিত্র ধর্মগ্রন্থ না ঘেঁটে বরং নিজের প্রাণের মাঝে শাস্ত্রকে খুঁজতে বলেছেন।

গ. উদ্দীপকে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মানুষকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে যা ‘সাম্যবাদী’ কবিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বিধাতার সৃষ্টি সকল মানুষই সমান। মানুষের চেয়ে সত্য, সুন্দর, শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। অথচ আমরা জাতভেদে, ধর্মভেদে মানুষকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে রাখি। এটা মোটেও কাম্য নয়। সৃষ্টি ও সুন্দর সমাজ গড়তে হলে সকল ধরনের বৈষম্য ভুলে সকলে মিলে মিশে থাকার মানসিকতা তৈরি করতে হবে।

উদ্দীপকে সাম্যবাদী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। কবি মানুষকে মানুষ হিসেবেই ভালোবাসেন। কে কোন ধর্ম বা বর্ণের অনুসারী এটা তার দেখার বিষয় নয়। তিনি ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালোবাসেন। ‘সাম্যবাদী’ কবিতায়ও কবি সাম্যের গান গেয়েছেন। সকল ধর্মের, সকল জাতির মানুষকে কবি মানুষ পরিচয়ে পরিচিত হতে বলেছেন। তিনি ভেদাভেদ ও বৈষম্য ভুলে মানবতার মর্মবাণী ছড়িয়ে দিতে বলেছেন সকলের মাঝে। উদ্দীপকেও এই সাম্যবাদী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে সকল ভেদাভেদ ভুলে মানবধর্মের জয়গান গাওয়া হয়েছে যা সাম্যবাদী কবিতায়ও ফুটে উঠেছে।

জগতে নানা জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। তবে কে কোন জাতির বা সম্প্রদায়ের এটা মানুষের আসল পরিচয় নয়। তার প্রকৃত পরিচয় হলো সে একজন মানুষ। তাই ধর্মবৈষম্য ও জাতিবিভেদ ভুলে মানুষকে কেবল মানুষ হিসেবেই ভালোবাসা উচিত।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি মানবতার জয়গান গেয়েছেন। তিনি জাত-ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিচার না করে সকল মানুষকে ভালোবাসেন। তার নিকট মানুষের মানুষ হিসেবে পরিচয়টাই মুখ্য। কবির মতে, জগতের সমগ্র মানুষ যেন একই অখণ্ড মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাই তার দৃষ্টিতে পৃথিবীর সকল মানুষই সমান।

‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। জাতিভেদ বা সাম্প্রদায়িকতা আদর্শ সমাজ গঠনের বাধাস্বরূপ। তাই তো সাম্যবাদী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ধর্ম পরিচয় ভুলে এক কাতারে দাঁড়িয়ে মানুষের জন্য কাজ করার তাগিদ দিয়েছেন। উদ্দীপকের কবিতাংশে সাম্যবাদী মনোভাব ফুটে উঠেছে। এই সাম্যের মনোভাব যদি প্রতিটি মানুষ তার হৃদয়ে লালন করে তবে সমাজ সুন্দর হয়ে উঠবে। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং গড়ে উঠবে এক সাম্যবাদী সমাজ।

প্রশ্ন ১৯ ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান বলে আলাদা কিছু নেই। জাতি হিসেবে আমাদের পরিচয় আমরা বাঙালি। এখানে শারদীয় দুর্গোৎসবে যেমন হিন্দু-মুসলমান সবাই একত্রিত হয় তেমনি ঈদের আনন্দে সবাই অংশগ্রহণ করে। বাঙালির নববর্ষ উদযাপনও এমনই একটি উৎসব।

[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৬/

ক. চার্বাক কে? ১

খ. কবি সাম্যের গান গেয়েছেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকটি ‘সাম্যবাদী’ কবিতার খণ্ডাংশ মাত্র, সামগ্রিক রূপ নয়— মূল্যায়ন করো। ৪

১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. চার্বাক হলেন একজন বস্তুবাদী দার্শনিক ও মুনি।

খ. ‘সাম্যবাদী’ কবিতায় কবি বিভেদহীন সমৃদ্ধ পৃথিবী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাম্যের গান গেয়েছেন।

মানবতাবাদী কবি কাজী নজরুল ইসলাম মানুষের মাঝে ভেদ-বৈষম্য প্রত্যক্ষ করে ব্যথিত হয়েছেন। তিনি লক্ষ করেছেন, সমাজে মানুষ জাতি-ধর্ম-প্রাণের নিরিখে নানা ভাগ-উপভাগে বিভক্ত। এ বৈষম্য ও ভেদাভেদ ভাব মানুষ-মানুষে দূরত্বের দেওয়াল তৈরি করেছে যা তার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য নয়। বস্তুত অন্তর ধর্মকে উপেক্ষা করে বলেই মানুষ জাতি-ধর্মের দোহাই দিয়ে অন্যের প্রতি ভেদাভেদ পোষণ করে। আর তাই বৈষম্যের বিপরীতে মানুষ হিসেবে মানুষের সম্মান প্রতিষ্ঠা এবং অসাম্প্রদায়িক মহত্ত্বম জীবনের প্রত্যাশায় কবি সাম্যের গান গেয়েছেন।

গ. উদ্দীপকে ‘সাম্যবাদী’ কবিতার অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকটি ফুটে উঠেছে।

‘সাম্যবাদী’ কবিতাটি অসাম্প্রদায়িক চেতনার উজ্জ্বল নিদর্শন। কবিতাটিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ ভুলে মানুষকে এক পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। উদ্দীপকেও আলোচ্য কবিতার এই দিকটি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে বাঙালি জাতির সম্প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ দেশে জাতির সকল লোক সকল ভেদাভেদ ভুলে উৎসবগুলোকে



সার্বজনীন করে তোলে। কোনটি হিন্দুর উৎসব, কোনটি মুসলমানের এ বিবেচনার চেয়ে উৎসবই প্রধান বিবেচনা করা হয়। এ জাতির প্রবণতা হলো ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার। তাই ব্যক্তিগতভাবে যে যার ধর্ম পালন করলেও রাষ্ট্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত সকল উৎসব 'সকলের'। এ জন্য মুসলমানদের ঈদ, হিন্দুদের দুর্গাপূজা হিন্দু-মুসলিম সকলের আনন্দঘন উৎসব হিসেবে পরিগণিত হয়। আর বাঙালির উৎসবের মধ্যে বাংলা নববর্ষ উদযাপন সকল শ্রেণি-বর্ণ-ধর্ম ও দেশের সার্বজনীন উৎসব। এ যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নজির। 'সাম্যবাদী' কবিতাটি এমন অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছে। কবিতাটিতে ধর্ম-বর্ণের বৈষম্যহীন একটি পরিচয়ে সবাইকে ঐক্যবন্ধ হওয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

**৬** উদ্দীপকের সম্প্রীতির দিকটি 'সাম্যবাদী' কবিতার ঋণাত্মক।— সামগ্রিক রূপ নয়।

'সাম্যবাদী' কবিতাটি একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজের স্বরূপ ও নীতি তুলে ধরেছে। সে প্রসঙ্গে মানুষ হিসেবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণও বর্ণনা করেছে। উদ্দীপকটি আলোচ্য কবিতার বিষয়বস্তুর একটি দিকমাত্র প্রকাশ করেছে।

উদ্দীপকে উঠে এসেছে বাঙালি জাতির সম্প্রীতির চিত্র। যেখানে বাঙালি সকল উৎসব কিভাবে উদযাপন করে সে বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়েছে। বাঙালি জাতি একটি অভিন্ন আত্মার মতো। তাদের মাঝে ধর্মীয় বৈষম্য ভেদাভেদের কোনো লেশমাত্র নেই। বরং ঈদ, দুর্গাপূজা, পহেলা বৈশাখের মতো অনুষ্ঠানগুলো হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই মিলে উৎসবে পরিণত করে। ফলে এ জাতির সম্প্রীতির বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় থাকে।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি জাতিকে ঐক্যবন্ধ হওয়ার প্রেরণা দিয়েছেন। সেজন্য কবি সকল ভেদাভেদ তুলে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্ব দিয়েছেন। কবির মতে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে পরিচিত হয়ে ওঠার চেয়ে সম্মানের আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু মানুষ এখনো সম্প্রদায়কে ব্যবহার করে রাজনীতি করে। একে অপরকে ধর্ম-বর্ণের বিচারে শোষণ করে পর্যদূস্ত করছে। ফলে সমাজের সংহতি বিনষ্ট হয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি হচ্ছে। কবির মতে এই বৈষম্য ভেদাভেদ দূর করতে হলে সকলকে ঐক্যবন্ধ হতে হবে। এ জন্য তিনি অন্তর-ধর্মের জোর দেন। মানুষের ধর্ম-জাত-বর্ণ ভিন্ন হলেও সবার ভেতরে রয়েছে একই মন। এই মনের বিশালতা মেলে ধরলে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না। কবি মনে করেন মানুষের হৃদয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন তীর্থ নেই। মানুষ ধর্মগ্রন্থ পড়ে যে জ্ঞান আহরণ করে তাকে যথোপযুক্ত উপলব্ধি করতে হলে প্রয়োজন প্রগাঢ় মানবিকতাবোধ। তাই কবি সুস্পষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, "মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক মানুষেরে সুরাসুর।" আলোচ্য কবিতায় মানবতার সুবাস ছড়িয়ে জীবনকে পবিত্র করে তোলাই কবির উদ্দেশ্য। এ গভীর উদ্দেশ্যের উদ্দীপকটি কিয়দংশই কেবল ধারণ করেছে, সমগ্র নয়।

**প্রশ্ন ২০** 'শুনহ মানুষ ভাই

সবার উপরে মানুষ সত্য  
তাহার উপরে নাই।

(দিলি মডেল ডিগ্রি কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৬/)

- ক. 'সাম্য' শব্দটির অর্থ কী? ১  
খ. 'তোমার হৃদয় বিশ্ব দেউল সকল দেবতার'— ব্যাখ্যা করো। ২  
গ. উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. "উদ্দীপকের মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের যে অমৃত সার্থক বাণী প্রকাশ পেয়েছে তা 'সাম্যবাদী' কবিতারও মূল উপজীব্য"— মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

**ক** 'সাম্য' শব্দটির অর্থ সমতা।

**খ** সৃজনশীল প্রশ্নের ৬(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

**গ** উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতার মধ্যে মানবধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

'সাম্যবাদী' কবিতায় মনুষ্যত্বকেই মানুষের মূল ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কবি সাম্যের গান গেয়ে মানবজাতিকে ঐক্যবন্ধ করতে চান। মানুষের ধর্মীয় পরিচয়ের চেয়ে বড়ো হচ্ছে মানুষের হৃদয়ের সৌন্দর্য। তাই ধর্ম গোত্রের নামে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা অনুচিত। তাই কবি ধর্ম, বর্ণ, বা গোত্রের পরিচয়ের চেয়ে প্রকৃত মানুষ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

উদ্দীপকে মানবতাবাদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মানুষই সবচেয়ে সত্য এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের চেয়ে মানুষ অনেক বড়ো। মানুষের মধ্যে ধর্ম, বর্ণ বা গোত্রের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য থাকা উচিত নয়। মানুষের মনুষ্যত্ব হবে তার প্রকৃত পরিচয়। একইভাবে 'সাম্যবাদী' কবিতায়ও সবার ওপরে মানুষকে স্থান দেওয়া হয়েছে। কবিতায় কবি মানবধর্মের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করেছেন। যা উদ্দীপকেও তুলে ধরা হয়েছে। এভাবেই কবিতা ও উদ্দীপকের মধ্যে সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের যে অমৃত সার্থক বাণী প্রকাশ পেয়েছে তা 'সাম্যবাদী' কবিতারও মূল উপজীব্য বিষয় এ মন্তব্যটি যুক্তিযুক্ত।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি মানবিক চেতনা ও মানুষে মানুষে সমমর্যাদার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে মানুষকে এক করতে চেয়েছেন। মানুষ শুধু মাত্র মানুষ পরিচয়েই শ্রেষ্ঠ। অন্যকোনো পরিচয়কে এই পরিচয়ের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া উচিত নয়। কারণ হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান পরিচয়ের চেয়ে মানুষের মানবিকবোধের পরিচয় অনেক বড়ো। কবির মতে, অন্য কোনো পরিচয় মনুষ্যত্ববোধকে প্রশ্নবিশ্ব করে তোলে।

উদ্দীপকে মানুষকে বলা হয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মানবধর্মই সবচেয়ে বড়ো ধর্ম। পৃথিবীর সকল মানুষ সমান মর্যাদাবান। মানুষের স্থান সবার উপরে। উদ্দীপকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'সাম্যবাদী' কবিতায়ও কবি মানুষের পরিচয়কেই সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায় মানুষের শাস্ত ও মহীয়ান রূপটি তুলে ধরেছেন। তিনি ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের ভিত্তিতে পরস্পরের মধ্যে যে ভেদাভেদ তা দূরে ঠেলে দিতে চান। মানুষের হৃদয়ে সকল ধর্মগ্রন্থ ও তীর্থের অবস্থান বলে তিনি মনে করেন। এ কথা বলার মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরেছেন। এছাড়া তিনি বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক একটি সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে মানুষকে ঐক্যবন্ধ করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ উদ্দীপক ও কবিতায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই উক্ত মন্তব্যটি যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত।

**প্রশ্ন ২১** গাছ সাম্যের গান,

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান  
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি  
সব দেশে, সব কালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জাতি।  
(মানুষ, কাজী নজরুল ইসলাম)

(জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৫/)

- ক. কনফুসিয়াস কে? ১  
খ. 'যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-খ্রিস্টান।'— ব্যাখ্যা করো। ২  
গ. 'সাম্যবাদী' কবিতার কোন বিষয়টি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩  
ঘ. উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতার মূলভাব অভিন্ন। সত্যতা যাচাই করো। ৪



## ২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. কনফুসিয়াস হচ্ছেন চীনা দার্শনিক।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ২(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার দিক থেকে উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। হৃদয়ের ঐশ্বর্যে সে গরীয়ান। এজন্য সৃষ্টির অপরাপর কোনো কিছুই মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর নয়। তাই সৃষ্টির সেরা মানুষকে যদি যথাযথভাবে সম্মান করা ও ভালোবাসা যায় তবে পরোক্ষভাবে তা সৃষ্টিকর্তাকেই সম্মান করা ও ভালোবাসার শামিল হবে।

উদ্দীপকে প্রকাশিত মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'সাম্যবাদী' কবিতায়ও ফুটে উঠেছে। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কাছে জাগতিক সংস্কার, পুঁথি, ধর্মগ্রন্থ, উপাসনালয় এসব কোনো কিছুই অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষের মর্যাদা সবার ওপরে বিবেচিত। তাছাড়া জগতের সবকিছুই সৃষ্টি হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তাই কোনো সামাজিক রীতি, ধর্মীয় ভাবধারা বা জাগতিক মূল্যবোধ মানুষের চেয়ে মর্যাদাকর হতে পারে না। 'সাম্যবাদী' কবিতা এবং আলোচ্য উদ্দীপক উভয়ক্ষেত্রেই এমন বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, যা এদের মধ্যে সাদৃশ্য তৈরি করেছে।

ঘ. সাম্যবাদী চেতনাকে ধারণের সূত্রে উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতার মূলভাব অভিন্ন।

'সাম্যবাদী' কবিতার কবি সাম্যের গান গেয়েছেন। সাম্যের গান গেয়ে তিনি মানবসমাজকে ঐক্যবন্ধ করতে চান। সাম্যবাদী কবিতায় বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশেও আমরা সাম্যের গান শুনতে পাই। উদ্দীপকে কবি বলেছেন মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই। দেশ-কাল-পাত্র-ধর্ম ভেদে সব মানুষ আসলে একই। মানুষের বড়ো পরিচয় হলো সে মানুষ।

আলোচ্য কবিতায়ও কবি মানুষকে সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন। ধর্ম ও সম্প্রদায়কে ব্যবহার করে মানুষ যে একে অন্যের বিরোধিতা করছে কবি সেটি বন্ধ করতে চান। ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীর দোহাই দিয়ে এই মানুষের মধ্যে বিরাজমান ভেদাভেদ-লড়াই থেকে তিনি উত্তরণ চান বলে সাম্যের কথা বলেন। একই সূরে কথা বলা হয়েছে উদ্দীপকেও। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতাকে উতরে উঠে সাম্যের চেতনায় উদ্ভাসিত মানবতার মর্মবাণীই উদ্দীপক ও কবিতার অভিন্ন মূলভাব।

প্রশ্ন ২২: 'শুনহ মানুষ ভাই

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

[মুন্সিফিসা সরকারি মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ। প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থের নাম কী? ১

খ. 'মগজে হানিছ শূল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. 'সাম্যবাদী' কবিতায় উল্লিখিত কবিমানসের সঙ্গে উদ্দীপকের মিল কোথায়? বুঝিয়ে লেখো। ৩

ঘ. 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'— উদ্দীপকের মন্তব্যটি 'সাম্যবাদী' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

## ২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থের নাম— আবেস্তা।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৯(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. সৃজনশীল প্রশ্নের ২০(গ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ. সৃজনশীল প্রশ্নের ২০(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ২৩: মানব-ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানদের মিলনের অন্তরায় কোনখানে? তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা মানবধর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যেখানে প্রাণের মিল, আদত সত্যের মিল, সেখানে সাম্প্রদায়িক ভেদবৃদ্ধি কোনো বৈরিতা নিয়ে আসে না। যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে ধর্মের সত্যকে চিনেছে, যার অন্তর ধর্মের আলায় উদ্ভাসিত সে কখনো অপরের ধর্মকে ঘৃণা বা অপমান করতে পারে না।

[বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৭]

ক. বিশ্ব-দেউল অর্থ কী? ১

খ. 'কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম মগজে হানিছ শূল?' দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কবিতার সাদৃশ্য আলোচনা করো। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে মানবতাবাদের একটি দিকমাত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে।'— উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

## ২৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. বিশ্ব-দেউল অর্থ হচ্ছে বিশ্ব মন্দির।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৯(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৭(গ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ. উদ্দীপকে মানবতার একটি মাত্র দিক ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে 'সাম্যবাদী' কবিতায় আছে মানবতার সামগ্রিক ধারণা।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি অন্তর ধর্মে মানবতার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে, জাতি-ধর্মের উর্ধ্বে মানব হৃদয় শ্রেষ্ঠ। আলোচ্য উদ্দীপকেও তেমনি মানবতার জয়গান করা হয়েছে। ধর্মীয় বৈষম্যের উর্ধ্বে এক ভেদাভেদহীন মানবসমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে সেখানে।

উদ্দীপকে মানব-ধর্মকে বলা হয়েছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। উদ্দীপকের লেখক মূলত হিন্দু-মুসলমানের মিলনপ্রত্যাশী। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথে যে বাধাগুলো আছে তা দূর করার জন্যে প্রাণের মিল, সত্যের মিল সবার মাঝে প্রত্যাশা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, যদি হিন্দু-মুসলমান উভয়েই নিজের ধর্মকে চিনতে পারে তবে অন্যের ধর্মকে ঘৃণা করতে পারবে না। অর্থাৎ মানবিকতার ধর্মীয় দিকটি উদ্দীপকে প্রধানভাবে স্থান পেয়েছে।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি যেন স্মরণ করতে চান মানুষেরই মাঝে স্বর্ণ-নরক বিরাজমান। অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, মানুষ শাস্ত ও মর্হীয়ান। আর এটি মানবিকতার সামগ্রিক বিষয়। কবির প্রত্যাশা বৈষম্যহীন-অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ প্রতিষ্ঠা, যেখানে মানুষ নিজেকে মানুষ হিসেবেই গর্বের সঙ্গে পরিচিত করবে। কবির বিশ্বাস, মানুষের হৃদয়ের চেয়ে পবিত্র মন্দির-কাবা নেই। মানুষের হৃদয়েই বিশ্ব-দেউল অধিষ্ঠিত, সকল ধর্মের সারকথাও মানুষের অন্তরে উপলব্ধ হয়। অর্থাৎ কবিতায় যেমন মানবিকতার একটি সামগ্রিক সত্য উন্মোচনের প্রয়াস আছে, তেমনি উদ্দীপকে মুখ্যত ধর্মীয় মিলনের কথা বলা হয়েছে। সেদিক বিবেচনায় প্রশ্নে উল্লেখিত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ২৪: জাত গেল জাত গেল বলে

একি আজব কারখানা

সত্য কাজে কেউ নয় রাজি

সবই দেখি তা না না না।

[কুমিল্লা রেসিডেন্সিয়াল কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. সকল কেতার ও কালের জ্ঞান কোথায় রয়েছে? ১

খ. 'কিন্তু কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল?'— দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ২

গ. উদ্দীপকের কবিতাংশটি 'সাম্যবাদী' কবিতার কোন সত্যকে প্রকাশ করেছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকটি 'সাম্যবাদী' কবিতার মর্মবাণীকে ধারণ করে কী? বিচার করো। ৪



ক. মানুষের মাঝেই রয়েছে সকল কেতাব ও কালের জ্ঞান।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৯(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. 'সাম্যবাদী' কবিতায় উল্লিখিত ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীর দোহাই দিয়ে মানুষকে পরস্পর থেকে দূরে ঠেলে দেয়ার দিকটি উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। বিশ্বের সকল মানুষকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি সাম্যের গান গেয়েছেন। মানুষ যেন কেবলি মানুষ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীর দোহাই দিয়ে মানুষ-মানুষে ব্যবধান তৈরি হচ্ছে। কবি মানুষের হৃদয়কে জাগিয়ে তুলে মানুষের মাঝে সাম্য-মৈত্রীর মেলবন্ধন তৈরি করতে চেয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন, মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড় মন্দির-কাবা নাই।

উদ্দীপকে মানবজীবনের গভীর সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে। মানুষের মাঝে অনেকেই জাত-ভেদ প্রথায় বিশ্বাসী। তারা সর্বদাই জাত গেল, জাত গেল বলে চিৎকার করে থাকে। মানুষের এই মানসিক অবস্থাকে কবি 'আজব কারখানা' বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ সঠিক সত্যটি উদ্ঘাটনের জন্য এগিয়ে আসে না। সত্যের মুখোমুখি হতে কেউ রাজি নয়। কেউ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। আলোচ্য 'সাম্যবাদী' কবিতায়ও কবি কাউকে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম ক্রিস্চান হিসেবে বিবেচনা করতে চাননি। কে পার্সি, জৈন, ইহুদি, সাঁওতাল, ভীল, গারো তাতেও তার কোনো প্রয়োজন নেই। মানুষের আত্মার উদ্বোধনই কেবল তার কাম্য। তাই বলা যায়, 'সাম্যবাদী' কবিতায় উল্লিখিত ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীর দোহাই দিয়ে মানুষকে পরস্পর থেকে দূরে ঠেলে দেওয়ার দিকটি উদ্দীপকে প্রকাশিত হয়েছে।

ঘ. বিষয়ভূমির দিক দিয়ে উদ্দীপকটি 'সাম্যবাদী' কবিতার মর্মবাণীকে পুরোপুরি ধারণ করে না।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি সাম্যের গান গেয়েছেন। কবি এই কবিতার বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। মানুষের মাঝে সব বাঁধা-ব্যবধান দূর করে মানবতার মর্মবাণী সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি। মসজিদ, মন্দির, গির্জার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হচ্ছে মানুষের হৃদয়। মানুষ যখন মানুষের জন্য তার হৃদয়ের আসন পেতে দিতে পারে তখনই কেবল একটি মানবিক ও সাম্যের সমাজ গড়ে ওঠে। যেভাবে মেঘের রাখাল নব্বিরা খোদার মিতা হতে পেরেছিলেন।

উদ্দীপকে মানুষ-মানুষে ব্যবধানের দিকটি উল্লিখিত হয়েছে। মানুষ তার ধর্মীয় সংস্কারগত জাত গেল, জাত গেল বলে সামাজিক জীবনে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি করে। মানুষ-মানুষে ভেদাভেদের প্রাচীর তুলে তারা স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়। একজন আরেকজনের ওপর প্রতিষ্ঠা পেতে চায়। তারা সত্যকে তুলে না ধরে কুসংস্কারকে আশ্রয় করে। এটি তাদের মতলববাজী মানসিকতার নামান্তর।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি সাম্য-মৈত্রী, জাতি-ধর্ম-ভেদহীনতা, ধর্মগ্রন্থ, ধর্মচর্চা, মহামানবের আবির্ভাব, মানবহৃদয়, সত্যের আহ্বান ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। যার মধ্য দিয়ে জীবনের চরম সত্য আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়েছে। অন্যদিকে উদ্দীপকে কেবলমাত্র মানুষের জাতি-ধর্ম-ভেদের দিকটি উল্লিখিত হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি 'সাম্যবাদী' কবিতার মর্মবাণী পুরোপুরি ধারণ করে না।

প্রশ্ন ২৫ কেউ মালা, কেউ তসবি গলায়

তাই তো কী জাত ভিন্ন বলায়

যাওয়া কিংবা আসার বেলায়

জাতের চিহ্ন রয় কার রে।

[সরকারি হরণজা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ। প্রশ্ন নম্বর-৬]

ক. 'দেউল' শব্দের অর্থ কী?

১

খ. 'এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নাই'— ব্যাখ্যা করো।

২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সাথে 'সাম্যবাদী' কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো।

৩

ঘ. উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতায় যে বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা তোমার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করো।

৪

### ২৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'দেউল' শব্দের অর্থ— দেবালয় বা মন্দির।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়ের সাথে 'সাম্যবাদী' কবিতার অসাম্প্রদায়িক চেতনার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি বিশ্বাস করেন মানুষ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে পরিচিত হয়ে ওঠার চেয়ে সম্মানের আর কিছুই হতে পারে না। এই নম্বর পৃথিবীতে মানুষ যখন জাত-ধর্ম বর্ণ নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করছে তখন কবি সকল জাতিকে মানুষ হিসেবে গণ্য করে সাম্যের জয়গান গেয়েছেন। প্রকৃতভাবে মানুষের ভেতরেই ঈশ্বর ও ধর্মের অবস্থান। তাই মানুষের চেয়ে মনুষ্যন কিছুই হতে পারে না।

উদ্দীপকেও লালন ফকির জাতের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পান না। কেবল বেশভূষার পরিবর্তনে মানুষের ভেতরে তিনি জাতের কোনো ভিন্ন দেখতে পান না। সবকিছুর উপরে মানুষকেই তিনি সত্য বলে জ্ঞান করেছেন। অপরদিকে 'সাম্যবাদী' কবিতায়ও কবি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ-মানুষে সাম্যবাদিতার কথা বলেছেন। তিনি সকল জাতের ভেতর কেবল একটাই জাত খুঁজে পান তা হলো মানুষ পরিচয়। তাই 'সাম্যবাদী' কবিতার মতো উদ্দীপকেও আমরা অসাম্প্রদায়িক চেতনাগত সাদৃশ্যের দেখা পাই।

ঘ. উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতায় সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলার প্রত্যয়ের বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি মানুষের হৃদয়ধর্মের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। মানবতার সুবাস ছড়ানো আত্মার বিকাশের মাধ্যমে জীবনকে তিনি পবিত্রতম করার প্রয়াস দেখিয়েছেন। তিনি মানবতার কথা বলতে গিয়ে সকল ধর্মের মানুষকেই সমতার চোখে দেখতে বলেছেন।

উদ্দীপকের আলোচনায় নজরুলের এ মর্মবাণীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। লালন ফকির মালা বা তসবি দিয়ে জাতের শ্রেণিবিভাগ করতে নারাজ। সামান্য দেহের বা পোশাকের পরিবর্তনের ফলে মানুষের জাত পরিবর্তন হয়ে যায় না। তাই এসবের উর্ধ্বে অস্তরের মানবতাকে লালন করটাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। উদ্দীপকের এই বিষয়টি আলোচ্য কবিতায়ও গভীর প্রভাব ফেলেছে।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি মানুষের অন্তর-ধর্মের ওপর জোরারোপ করেছেন। কেননা কবি জানেন মানুষের হৃদয়ই হলো সবচেয়ে পবিত্র তীর্থভূমি। তাই কবি মানুষে মানুষে কৃত্রিম বিভাজন সৃষ্টি না করে মানবতার জয়গান করতে প্রয়াসী হয়েছেন। উদ্দীপকে লালন ফকিরও তার এই গীতি-কবিতায় মানবধর্মকেই সবচেয়ে সত্য বলে জাতের মিথ্যে অহমিকাকে তুচ্ছজ্ঞান করেছেন। তাই উদ্দীপকের ভাববস্তু ও 'সাম্যবাদী' কবিতার ভাববস্তু যেন একই চেতনায় অগ্রসর হয়েছে।



**প্রশ্ন ২৬** যৌবনের মাতৃরূপ দেখিয়াছি শব বহন করিয়া যখন সে যায় শ্মশানঘাটে, গোরস্থানে, অনাহারে থাকিয়া যখন সে অন্ন পরিবেশন করে দুর্ভিক্ষ বন্যা-পীড়িতদের মুখে, বন্ধুহীন রোগীর শয্যাপার্শ্বে যখন সে রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া পরিচর্যা করে, যখন সে পথে গান গাহিয়া ভিখারী সাজিয়া দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য ভিক্ষা করে, যখন দুর্বলের পাশে বল হইয়া দাঁড়ায়, হতাশের বৃকে আশা জাগায়। *[সিরকারি কে সি কলেজ, বিনাইদহ। প্রশ্ন নম্বর-৬।]*

ক. 'সাম্যবাদী' কবিতাটি 'নজরুল রচনাবলি'র কোন খণ্ড থেকে সংকলিত হয়েছে? ১

খ. 'যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপক এবং 'সাম্যবাদী' কবিতার তুলনামূলক বিচার করো। ৩

ঘ. 'মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়/ এইখানে বসে ঈশা মুসা পেল সত্যের পরিচয়'— চরণটির তাৎপর্য উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করো। ৪

#### ২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'সাম্যবাদী' কবিতাটি 'নজরুল রচনাবলি'র এর প্রথম খণ্ড থেকে সংকলিত হয়েছে।

খ. মানবিকবোধসম্পন্ন মানুষের কাছে জাত-ধর্মের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকে না।

সমাজে মানুষ জাত-ধর্মের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে বিভাজনের সৃষ্টি করে। একে অপরকে দূরে ঠেলে দেয়। কিন্তু মনুষ্যত্ববোধে জাগ্রত মানুষের হৃদয় তীর্থের মতো পবিত্র। পবিত্র এ হৃদয়ের কাছে তাই সকল ধর্মের মানুষই শুধু 'মানুষ' পরিচয়ে পরিচিত হয়, মর্যাদা পায়। এমন হৃদয়ের কাছে এসে তাই সব জাত-ধর্মের ব্যবধান ঘুচে যায়।

গ. 'সাম্যবাদী' কবিতায় বর্ণিত মনুষ্যত্ববোধের প্রসঙ্গটি উদ্দীপকের চিত্রে ফুটে উঠেছে।

'সাম্যবাদী' কবিতাটি কবি কাজী নজরুল ইসলামের অসাম্প্রদায়িক চেতনার বহিঃপ্রকাশ। এ কবিতায় কবি মানুষের 'মানুষ' পরিচয়টিকে বড়ো করে দেখেছেন। সবকিছুর উর্ধ্বে মানুষকে স্থান দিয়েছেন। আর সকল বিভেদ ভুলে মানুষকে আপন করে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন মানবিকবোধ।

উদ্দীপকে তারুণ্যে পরিপূর্ণ তরুণদের কথা বলা হয়েছে। এই তরুণরা শব বহন করে শ্মশানঘাট বা গোরস্থানে পৌঁছে দিতে ধর্মের বাহ্যবিচার করে না। দুর্যোগগ্রস্তদের মাঝে তারা অন্ন পরিবেশন করে, স্বজনহীন রোগীর পাশে রাত্রি কাটায়। জাত-পাতভেদে সবার পাশে তারা দাঁড়ায় মনুষ্যত্ববোধের জাগরণের কারণে। এই যে মানবিকতাবোধ, মানুষে মানুষে সম্প্রীতি আলোচ্য কবিতায় কবির মূলসূর। তিনি বৈষম্যহীন অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রত্যাশা করেছেন। আর এ জন্য তিনি মানুষের অন্তর ধর্ম এবং মনুষ্যত্ববোধের জাগরণের কথা বলেছেন। কারণ এই বোধই পারে মানুষকে বিভাজনের উর্ধ্বে গিয়ে দাঁড় করাতে।

ঘ. 'সাম্যবাদী' কবিতার আলোচ্য চরণটিতে মানুষের মানবিকবোধসম্পন্ন পবিত্র হৃদয়ের রূপ ফুটে উঠেছে।

আলোচ্য কবিতার কবি মানুষের হৃদয়কে তীর্থের মতো পবিত্র মনে করেন। তিনি বিশ্বাস করেন এমন পবিত্র হৃদয়ের দ্বারাই মানুষে মানুষে সম্প্রীতি গড়ে উঠে।

উদ্দীপকে প্রগতিশীল ও মানবিকবোধে জাগ্রত তরুণদের কথা বলা হয়েছে। এই তরুণরা নানাভাবে মানুষের সেবা করে, পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আর এসব করার সময় তারা জাত, ধর্ম, ধনী-গরিবের পার্থক্য করে না। এমন বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে উদ্দীপকের তরুণদের মতোই মানসিকতার অধিকারী হতে আহ্বান জানান আলোচ্য কবিও। মানুষের হৃদয়ের পবিত্রতা ও মনুষ্যত্ববোধের জাগরণই কবির প্রত্যাশা।

'সাম্যবাদী' কবিতার কবি হৃদয়কে মসজিদ, মন্দির, গির্জা তথা পবিত্র উপাসনালয়ের সাথে তুলনা করেন। নির্ভেজাল ও পবিত্র মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোনো তীর্থ নেই বলেই কবির বিশ্বাস। আর তাই এই হৃদয়ের পবিত্রতা দিয়েই ঈশা, মুসা মতো মহাপুরুষরা নিজের সত্যকে খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই সত্যের বাণী মানব সমাজে ছড়িয়ে দিয়ে তারা মানুষে মানুষে ঐক্য গড়েছিলেন। উদ্দীপকের তরুণরাও নির্ভেজাল ও পবিত্র মনের অধিকারী। তাই তারা সকল মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। সবার সাথে গড়ে তুলেছে হৃদয়ের ঐক্য। এভাবেই আলোচ্য চরণের প্রকাশ ঘটেছে উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটের মাঝে।

**প্রশ্ন ২৭** 'শুধাও আমাকে, "এতদূর তুমি কোন প্রেরণায় এলে"

তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির বীজ মত্তটি শোন নাই—

"সবার ওপর মানুষ সত্য তাহার ওপরে নাই।"

এক সাথে আছি এক সাথে বাঁচি আরও এক সাথে থাকবই

সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি ত্রাকবই।"

*[দিনেট সিরকারি কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৭।]*

ক. আরব— দুলাল কে? ১

খ. "তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান"— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'সাম্যবাদী' কবিতার কোন দিকটি তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের চেতনা হৃদয়ে লালন করার মাধ্যমে আমরা সুন্দর-সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে পারবো।" বিশ্লেষণ করো। ৪

#### ২৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. আরব দুলাল হলেন হযরত মুহাম্মদ (স.)।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৩(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. উদ্দীপকে 'সাম্যবাদী' কবিতায় বিধৃত সকল ভেদ-বৈষম্যের বিপরীতে কবির সাম্যবাদী মানসিকতার দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।

মানুষ সকল সৃষ্টির সেরা। কোনোকিছুর সঙ্গেই মানুষের তুলনা করা চলে না। কিন্তু বর্তমানে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মানুষ নিজেদের মধ্যে বৈষম্যের দেয়াল সৃষ্টি করেছে। এটা মানবতার অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নয়। আলোচ্য উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতায় এমন অবস্থার বিপরীতে মানুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে।

উদ্দীপকে বাঙালির বীজমত্ত তথা আদর্শ হিসেবে সব সম্প্রদায়ের মানুষের সহাবস্থান, সাম্য ও পারস্পরিক সম্প্রীতির কথা বলা হয়েছে। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ এ অঞ্চলের মানুষের সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্য। আর সে ঐতিহ্যের কথাই উদ্দীপকের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে, যা কবির সাম্যবাদী মানসিকতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। আলোচ্য 'সাম্যবাদী' কবিতায়ও কবি সে বোধের নিরিখে মানুষের মাঝে সমতা প্রত্যাশা করেছেন। এ কবিতায় ধর্মবৈষম্য, জাতিবৈষম্যকে তুচ্ছ করে সকল মানুষকে একই সমান্তরালে স্থাপন করেছেন কবি। আলোচ্য কবিতার এই সাম্য প্রত্যাশার দিকটি উদ্দীপকেও সমান গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণিত এসেছে।

ঘ. 'সাম্যবাদী' কবিতায় সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদার কথা বলেছেন কবি।

ভেদ-বৈষম্য বজায় রেখে সুখী ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কেননা, তা মানবিক আদর্শের পরিপন্থী এবং মানবজাতির ঐক্য বিনষ্টেরও কারণ। কল্লুত, সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন সব শ্রেণির মানুষের সহযোগী মনোভাব। এক্ষেত্রে সমাজের সকলের শূভ ইচ্ছার সমন্বয় করতে পারলে তবেই গড়ে উঠবে সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ। আলোচ্য 'সাম্যবাদী' কবিতা ও উদ্দীপকে এ বক্তব্যের সমর্থন মেলে।



উদ্দীপকের কবিতাংশে বাঙালির জীবনাদর্শ হিসেবে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অসাম্প্রদায়িক বোধকে তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। আর ঐতিহ্যের কথকতা বাণীবূপ লাভ করেছে উদ্দীপকের চরণগুলোতে, যা মূলত আলোচ্য কবিতার কবির সাম্যবাদী মানসিকতারই প্রতিফলন। কেননা, 'সাম্যবাদী' কবিতায়ও সে বোধের নিরিখেই মানুষের মধ্যে সাম্য প্রত্যাশা করেছেন কবি।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি এক বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছেন। আর এ লক্ষ্যে তিনি সাম্যের গান গেয়ে গোটা মানব সমাজকে এক সুতোয় বাঁধতে চেয়েছেন। সমদর্শী কবি বিশ্বাস করেন, পৃথিবীতে মানুষ হিসেবে সম্মানের সঙ্গে বাঁচার চেয়ে গৌরবজনক আর কিছু হতে পারে না। এক্ষেত্রে সমাজের সকল মানুষ সমমর্যাদা নিয়ে সম্প্রীতি বজায় রেখে চললে তবেই পূরণ হবে সুখী, সমৃদ্ধ এক আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন। কবির এই উপলব্ধি আলোচ্য উদ্দীপকের কবিতাংশে সাম্যের ছবি আঁকার প্রত্যয়ের মধ্যেও অনুরণিত হয়েছে। বস্তুত, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সামাজিক অগ্রগতি সাধন সম্ভব হবে। সুতরাং মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২৮ 'গাহি সাম্যের গান—

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মইয়ান।'

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জাহানাবাদ, টুলনা। প্রশ্ন নম্বর-৫]

- ক. বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত নজরুল রচনাবলি গ্রন্থের সম্পাদক কে? ১
- খ. 'এই হৃদয়ই সে নীলাচল'। — একথা বলার কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? আলোচনা করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের যে বাণী প্রকাশ পেয়েছে তা 'সাম্যবাদী' কবিতারও মূল উপজীব্য।"— মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

#### ২৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত নজরুল রচনাবলি গ্রন্থের সম্পাদক আবদুল কাদির।

খ. মানুষের হৃদয় মহাপবিত্র বলে মানবহৃদয়কে নীলাচল বা জগন্নাথক্ষেত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সনাতন ধর্মমতে নীলাচলকে অত্যন্ত পবিত্র তীর্থক্ষেত্র মানা হয়। সেখানে প্রতিদিন অগণিত ভক্ত পূণ্যলাভের আশায় সমবেত হন। অন্যদিকে, মহৎ হৃদয়ের অধিকারী মানুষেরাও অপরের কল্যাণের জন্য নিজেকে উজাড় করে দেন। হৃদয়ের পবিত্রতার জোরেই তাঁরা বিশ্বজয়ী হন। সহানুভূতিপূর্ণ এরূপ হৃদয়ই তো সত্যিকার তীর্থক্ষেত্র। এজন্য মানবহৃদয়কে নীলাচল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

গ. মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার দিক থেকে উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। হৃদয়ের ঐশ্বর্যে সে গরীয়ান। এজন্য সৃষ্টির অপরাপর কোনো কিছুই মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর নয়। তাই সৃষ্টির সেরা মানুষকে যদি যথাযথভাবে সম্মান করা ও ভালোবাসা যায় তবে পরোক্ষভাবে তা সৃষ্টিকর্তাকেই সম্মান করা ও ভালোবাসার শামিল হবে।

উদ্দীপকে প্রকাশিত মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের দিকটি কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'সাম্যবাদী' কবিতায়ও ফুটে উঠেছে। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কাছে জাগতিক সংস্কার, পুণি, ধর্মগ্রন্থ, উপাসনালয় এসব কোনোকিছুই অধিক গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষের মর্যাদা সবার ওপরে বিবেচিত। তাছাড়া জগতের সবকিছুরই সৃষ্টি হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তাই কোনো সামাজিক রীতি, ধর্মীয় ভাবধারা বা জাগতিক মূল্যবোধ মানুষের চেয়ে মর্যাদাকর হতে পারে না। 'সাম্যবাদী' কবিতা এবং আলোচ্য উদ্দীপক উভয়ক্ষেত্রেই এমন বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, যা এদের মধ্যে সাদৃশ্য তৈরি করেছে।

ঘ. "উদ্দীপকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের যে বাণী প্রকাশ পেয়েছে তা 'সাম্যবাদী' কবিতারও মূল উপজীব্য।"— মন্তব্যটি সঠিক বলেই আমি মনে করি।

'সাম্যবাদী' কবিতায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ধ্বনিত হয়েছে, সকল মানুষের ঐক্য ও সাম্যের কথা ঘোষিত হয়েছে। এটি উদ্দীপকেরও মূল বিষয়। কেননা, মানবহৃদয়ের ঐশ্বর্যের কথা 'সাম্যবাদী' কবিতার মতো উদ্দীপকটিতেও সমান গুরুত্বের সাথে উঠে এসেছে।

উদ্দীপকের বক্তব্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, পৃথিবীতে মানুষের স্থান সবার ওপরে। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষের মর্যাদা স্বীকৃত। বিবেক-বুদ্ধি-আত্মমর্যাদা ও নৈতিকতার বলে সৃষ্টির অপরাপর প্রাণী থেকে মানুষ অনন্যতা লাভ করেছে। উদ্দীপকের কবিতাংশে ফুটে ওঠা মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের দিকটিই কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'সাম্যবাদী' কবিতায়ও প্রকাশিত হয়েছে। সেখানেও মানুষ পরিচয়কেই সর্বাপেক্ষে স্থান দিয়েছেন কবি।

'সাম্যবাদী' কবিতায় মানুষের হৃদয়ে সকল ধর্মগ্রন্থ এবং তীর্থের অবস্থানের কথা বলার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকেই তুলে ধরেছেন কবি। শুধু তাই নয়, প্রগাঢ় মানবতাবোধ দ্বারা চালিত হয়ে একটি বিভেদহীন ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সব মানুষকে এক্যবন্দ্য করতে চেয়েছেন তিনি। একইভাবে উদ্দীপকের কবিতাংশের কবিও মানুষ পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়ে সবাইকে এক করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ উভয়ক্ষেত্রে কবিদ্বয় মানুষ পরিচয়কেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এদিক বিবেচনায়, মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২৯ "সমান হউক মানুষের মন, সমান অভিপ্রায়

মানুষের মতো, মানুষের পথ এক হউক পুনরায়,

সমান হউক আশা অভিলাষ সাধনা সমান হউক,

সাম্যের গানে শান্ত হোক ব্যথিত মর্ত্যলোক" [সংগৃহীত]

[সরকারি বরিশাল কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৭]

- ক. 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থ কত সালে প্রকাশিত হয়? ১
- খ. "এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির কাবা নাই"— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. 'সাম্যবাদী' কবিতার কোন দিকটি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে? ৩
- ঘ. "মানুষে মানুষে সাম্য প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতার মূলসূত্র"— মূল্যায়ন করো। ৪

#### ২৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থটি ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. 'সাম্যবাদী' কবিতায় বর্ণিত সাম্যের ভিত্তিতে মানবসমাজের ঐক্য গঠনের প্রত্যাশার দিকটি উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

মানবিক অধিকার লাভ করার দিক থেকে পৃথিবীর সব মানুষ সমান। এখানে ধর্ম-গোত্র, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য অমানবিক। অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বৈষম্যহীন সাম্যের সমাজ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে 'সাম্যবাদী' কবিতায়।

উদ্দীপকের কবি সাম্য, সমতা ও ঐক্যবন্দ্যতার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন আলোচ্য চরণগুলোতে। এখানে মানুষের মন, মানুষের ইচ্ছা, চেষ্টা, সাধনা মানবতার পথে মিলিত হওয়ার কথা উচ্চারিত হয়েছে। সাম্যের গান গেয়ে এ ব্যথিত পৃথিবী শান্তিময় হয়ে উঠুক, এমন চেতনা উদ্দীপকের মতো 'সাম্যবাদী' কবিতায়ও প্রকাশিত হয়েছে। 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক মানবসমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। কবির বিশ্বাস, মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে পরিচিত হওয়ার চেয়ে সম্মানের আর কিছু হতে পারে না। ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের ঊর্ধ্বে উঠে সাম্যভিত্তিক একটি শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতায়।



গ) উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতায় মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাম্যের গান গাওয়া হচ্ছে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষের কল্যাণে পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ সমানভাবে পৃথিবী থেকে কল্যাণ লাভ করবে। মৌলিক অধিকার লাভ করবে। এখানে ধর্ম-বর্ণের কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। হৃদয়ের পবিত্রতাই এখানে বড় বিষয়। এমন প্রত্যাশাই ব্যক্ত হয়েছে 'সাম্যবাদী' কবিতায়।

উদ্দীপকে মানুষের মন, ইচ্ছা, চেষ্টা সাধনার সমতা কামনা করা হয়েছে। প্রকৃত মানবতাবাদী মানুষের এক মন, এক প্রাণ। এক সত্য-সুন্দরের পথে মানুষ ঐক্যবন্ধ হয়ে অশান্ত ব্যথিত পৃথিবীকে সাম্যের গান গেয়ে শান্তিময় করে তুলবে। 'সাম্যবাদী' কবিতায়ও কবি সাম্যের গান গেয়েছেন। সাম্য ও মানবতার ভিত্তিতে কবি সব ধর্ম-বর্ণের বাধা ব্যবধান ঘোচাতে চেয়েছেন। তাঁর কাছে মানব হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির-কাবা নেই। হৃদয়ের পবিত্রতাই সব বৈষম্য দূর করতে পারে। সম্মান ও অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই।

'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি বৈষম্যহীন এক অসম্প্রদায়িক মানবিক সমাজ গঠনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। কবি সাম্যের গান গেয়েই গোটা মানবসমাজকে ঐক্যবন্ধ করতে চেয়েছেন। মানুষ হিসেবে পরিচিতি পাওয়াকেই কবি বড় সম্মানের বিষয় মনে করেছেন। উদ্দীপকেও সব মানুষের মনকে সমান করার, সবাইকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে। সাম্যের গানের ভিত্তিতে এক শান্তিময় মর্ত্যলোক গড়ার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এভাবে উদ্দীপক ও 'সাম্যবাদী' কবিতার ভাববিশ্লেষণে বলা যায়। 'সাম্যবাদী' কবিতায় বর্ণিত প্রয়োজিত মন্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

প্রশ্ন ৩০ নানান বরণ গাভীকে ভাই

একই বরণ দুধ  
জগৎ ভ্রমিয়া দেখলাম  
একই মায়ের পুত্র  
বংশে বংশে নাহিকো তফাত  
বনেদি কে আর গর-বনেদি  
দুনিয়ার সাথে গাঁথা বুনিয়াদ  
দুনিয়া সবরি জনম বেদি— লালন শাহ

(নোয়াখালী সরকারি কলেজ। প্রায় নম্বর-৫)

- ক. 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থটি কত সালে প্রকাশিত? ১
- খ. 'এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের 'নানান বরণ' সাম্যবাদী কবিতার কোন দিকটি ইঙ্গিত করে? বুঝিয়ে লেখো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকটি 'সাম্যবাদী' কবিতার মর্মার্থকে ধারণ করেছে— তোমার মতামত দাও। ৪

৩০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থটি ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকের 'নানান বরণ' 'সাম্যবাদী' কবিতার জাতি-ধর্ম-বর্ণের বৈষম্যের দিকটি ইঙ্গিত করে।

'সাম্যবাদী' কবিতায় ভেদাভেদহীন এক সত্তার প্রতি জাতিকে আহ্বান জানানো হয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণের পরিচয়কে মুখ্য বিবেচনা না করে

মানুষ পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে কবিতাটিতে। উদ্দীপকেও 'নানান বরণ' দ্বারা বৈষম্যের বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্দীপকে গাভীকে উপমা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কালো, ধলা, লাল, হলদে যে বর্ণের গাভীই হোক না কেন তারা একটি বৈশিষ্ট্যে সবাই এক। যেখানে তাদের মাঝে কোনো প্রভেদ নেই। যত রঙের গাভী জগতে থাকুক না কেন তাদের সবার দুধের রং কিন্তু এক। সাদা রঙের দুধে তাদের শারীরিক রঙের লেশমাত্র নেই। মানুষের অবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। জগতে নানা জাত-বংশ ও বর্ণের মানুষ রয়েছে। তাদের মাঝে ধনী, দরিদ্র যেমন আছে, তেমনি উচ্চতায় খাটো বা লম্বাও রয়েছে। আবার ধর্মের দিক থেকেও মানুষ নানাভাগে বিভক্ত। হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি নানা ধর্মের মানুষ জগতে বিচরণ করছে। জাতের বিচারে কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ কায়স্থ, কেউ বা শূদ্র। মানুষের মাঝে এই ভিন্ন পরিচয় বৈষম্য তৈরি করলেও সবাই 'মানুষ' পরিচয়ে এক ও অভিন্ন। এ পরিচয়টিই মানুষের মৌলিক ও প্রধান পরিচয় হলে সকল বৈষম্য দূর হবে। 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি এমন আহ্বানই উচ্চারণ করেছেন। উদ্দীপকটি 'নানান বরণ' দ্বারা আলোচ্য কবির এই বৈষম্যের ভাবটিকে ইঙ্গিত করেছে।

ঘ অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়ে উদ্দীপকটি 'সাম্যবাদী' কবিতার মর্মার্থকে ধারণ করেছে।

'সাম্যবাদী' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে বৈষম্যহীন এক অসাম্প্রদায়িক চেতনা। যেখানে ধর্ম-বর্ণ, জাত-গোষ্ঠীর চেয়ে মানুষকে এক পরিচয়ে আবদ্ধ করার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। উদ্দীপকটিও কবিতার এই মর্মার্থকে ধারণ করেছে।

উদ্দীপকে জগতের সাথে সকল মানুষের এক বন্ধনের সূত্র তুলে ধরা হয়েছে। জগতে নানা বর্ণের মানুষ থাকলেও সবাই একই পৃথিবীর আলো-বাতাস, চাঁদ-সূর্যের সুবিধা গ্রহণ করে। তখন বর্ণভেদে এসব সুযোগ-সুবিধা ভাগ হয় না। কে বনেদি পরিবারের আর কে বনেদি পরিবারের নয়, এসব পরিচয় এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। অথচ তারপরও জগতে মানুষের সাদা-কালো, ধনী-গরিব, হিন্দু-মুসলিম ইত্যাদি ভেদাভেদ করে চলে। গাভী যেমন নানা বর্ণের হলেও তার দুধের রং সাদা হয়, তেমনি মানুষের জাত-প্রথা ভিন্ন হলেও সে মানুষও একই জগতের বাসিন্দা। এ পরিচয় যদি সবাই ধারণ করে তবে আর বিভেদের দেয়াল তৈরি হবে না।

'সাম্যবাদী' কবিতাটি অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক অনুপম দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। কবিতাটিতে কবি মানুষে মানুষে সকল রেঘারেষি দূর করতে এক মহামন্ত্র উপস্থাপন করেছেন। কবি সাম্যের জয়গান করে জগতবাসীকে একসূত্রে গাঁথার প্রয়াস চালিয়েছেন। তিনি মানব সমাজকে ঐক্যবন্ধ করতে আগ্রহী। কবি মনে করেন, প্রতিটি মানুষের ভেতরে যে সত্তাটি অভিন্ন বা স্বতন্ত্র তা হলো 'মানুষ' সত্তা। মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার চেয়ে বড় সার্থকতা কিছু নেই। কিন্তু মানুষ আজও সম্প্রদায়কে ব্যবহার করে রাজনীতি করে, মানুষকে শোষণ করে এবং একের বিরুদ্ধে অন্যকে উন্মেষ দেয়। ধর্ম-বর্ণ, গোষ্ঠীর দোহাই দিয়ে মানুষকে পরস্পরের থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। তাইতো কবি এসবের অবসানকল্পে বলেছেন, 'মানুষেরই মাঝে স্বর্ণ-নরক মানুষেতে সুরাসুর'। কবির মতে এই বৈষম্যের দূর হওয়া সম্ভব যদি সকলে মিলে অন্তরধর্মের উপর জোর দিতে পারে। মানবতার জয়গান ধ্বনিত করতে পারলেই সকল ব্যবধান ঘুচে যাবে বলে কবি মনে করেন। তাইতো কবি আলোচ্য কবিতায় সাম্যের কথা বলেছেন, মানবতার কথা বলেছেন। কবিতাটির এই সাম্য প্রতিষ্ঠা অসাম্প্রদায়িক সমাজের জন্য অপরিহার্য। আলোচ্য কবিতার মূল মর্মার্থই এটি, যা উদ্দীপকেও ফুটে উঠেছে।



## বাংলা প্রথম পত্র

### সাম্যবাদী কাজী নজরুল ইসলাম

২৩৫. বিদ্রোহী কবি কাকে বলা হয়? (জ্ঞান) [রায়পুর]

সরকারি ডিগ্রি কলেজ, লক্ষ্মীপুর।

ক) কাজী নজরুল ইসলাম

খ) সুকান্ত ভট্টাচার্য

গ) ফররুখ আহমদ

ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ক

২৩৬. অমৃত হিয়ার নিভৃত অন্তরালে দেবতা ঠাকুর

হাসেন কেন? (অনুধাবন) [যশোর সরকারি মহিলা কলেজ]

ক) মানুষের নির্বুখিতা দেখে

খ) ধর্মের নামে হানাহানি দেখে

গ) মানুষ পৃথিবীতে দেবতা খোঁজে বলে

ঘ) মহাবিশ্বের মহাবেদনার ডাক শুনে

ক

২৩৭. কাকে মৃত কঙ্কালের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

(জ্ঞান)

ক) পুথিকে

খ) অন্তরকে

গ) দেবতাকে

ঘ) মন্দিরকে

ক

২৩৮. 'ঝুট' শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)

ক) গ্রন্থ

খ) সত্য

গ) অহংকার

ঘ) মিথ্যা

ঘ

২৩৯. কবি সাম্যের গান গেয়েছেন কেন? (জ্ঞান) [বরগুনা]

সরকারি মহিলা কলেজ।

ক) স্বাধীনতা লাভের জন্য

খ) শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য

গ) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ করতে

ঘ) মানুষে মানুষে ভেদ দূর করতে

ঘ

২৪০. 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি মানুষের কোন

পরিচয়কে বড় করে দেখেছেন? (অনুধাবন)

ক) জাতি পরিচয়

খ) সাম্প্রদায়িক পরিচয়

গ) মানুষ পরিচয়

ঘ) পেশাগত পরিচয়

গ

২৪১. মাদার তেরেসা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সারা জীবন

অসহায় মানুষের সেবা করেছেন। 'সাম্যবাদী'

কবিতার সাথে মাদার তেরেসার সাদৃশ্য কোথায়?

(প্রয়োগ) [রায়পুর সরকারি ডিগ্রি কলেজ, লক্ষ্মীপুর; পুলিশ লাইনস স্কুল এন্ড কলেজ, কুষ্টিয়া]

ক) নিম্নশ্রেণির মানুষে বিশ্বাস

খ) জাতি ধর্মে বিশ্বাস

গ) সকল ধর্মে বিশ্বাস

ঘ) মানব ধর্মে বিশ্বাস

ঘ

২৪২. 'সাম্যবাদী' কবিতায় কবি ঝুট বলেননি কেন?

(অনুধাবন)

ক) হৃদয়ে বিধাতা আছেন তা মিথ্যে নয় বলে

খ) মন্দিরে দেবতা আছে একথা সত্য তাই

গ) উপাসনালয় সাধনার প্রকৃত স্থান বলে

ঘ) হৃদয় মন্দিরই প্রকৃত তীর্থক্ষেত্র নয় বলে

ক

২৪৩. 'আবেস্তা' কাদের ধর্মগ্রন্থ? (জ্ঞান) [চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট]

পাবলিক কলেজ।

ক) প্রাচীন হিব্রু জাতির

খ) চাকমাদের

গ) পারস্যের অগ্নি উপাসকদের

ঘ) আরবের মূর্তি উপাসকদের

ঘ

২৪৪. পারস্যের অগ্নি উপাসকদের ধর্মগ্রন্থ কোনটি? (জ্ঞান)

[সরকারি কে সি কলেজ, ডিনাইদহ]

ক) জেন্দা

খ) আবেস্তা

গ) বাইবেল

ঘ) ত্রিপিটক

ঘ